

এইচ এস সি বাংলা

ঐকতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্ন ▶ ১ হে সুন্দরী বসুন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে
কতবার প্রাণ, মোর উঠিয়াছে গেয়ে
প্রকাণ্ড উল্লাস ভরে; ইচ্ছা করিয়াছে
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বন্ধের কাছে
সমুদ্রমেখলাপরা তব কটিদেশ;
প্রভাত-রৌদ্রের মতো অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে
কম্পমান পল্লবের হিল্লোলের পরে
করি নৃত্য সারাবেলা।

(ডা. বো.; দি. বো.; সি. বো.; য. বো. ১৮। প্রশ্ন নম্বর-৩)

- ক. 'ঐকতান' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত? ১
- খ. "এসো কবি অখ্যাতজনের।"— অখ্যাতজনের কবিকে কেন আহ্বান করা হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের বর্ণনার সাথে 'ঐকতান' কবিতার যে দিকের মিল দেখা যায় তা বিশ্লেষণ করো। ৩
- ঘ. "উদ্দীপকের চিত্রময় বর্ণনার সাথে 'ঐকতান' কবিতায় চিত্রিত বিশ্ব সৌন্দর্য যেন একাত্মতা লাভ করেছে।"— মন্তব্যটি মূল্যায়ন করো। ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'ঐকতান' কবিতাটি 'জন্মদিনে' কাব্যের অন্তর্গত।

খ. ভবিষ্যতের সাহিত্যজগৎ সাধারণ জনজীবনের দুঃখ-যাতনাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার জন্যই অখ্যাতজনের কবিকে আহ্বান করা হয়েছে।

কবি নিজে উচুতলার মানুষ হওয়ায় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে খুব একটা ওয়াকিবহাল ছিলেন না। দূর থেকে যেটুকু দেখেছেন, তা দিয়ে সার্থক শিল্পসাহিত্য রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই প্রশ্লোক্ত চরণটির মাধ্যমে শ্রেণিবী শ্রেণির মানুষের জীবনধারাকে ভবিষ্যৎ সাহিত্যকর্মে তুলে ধরার জন্য তিনি অনাগতকালের কবিকে আহ্বান করেছেন। কবির বিশ্বাস, অনাগত সে কবি অখ্যাত মানুষের অব্যক্ত মনের কথা আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন।

গ. 'ঐকতান' কবিতায় কবি বিপুল পৃথিবীর বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতির মহাসমারোহের দিকটি তুলে ধরেছেন।

'ঐকতান' কবিতায় শেষ জীবনে এসে কবি তাঁর সাহিত্যজীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব করেছেন। এ কবিতায় তিনি সাধারণ জনজীবনকে নিজ সাহিত্যকর্মে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেননি বলে অকপটে আত্মসমালোচনা করেছেন। পাশাপাশি কবিতাটিতে প্রকৃতির অনিন্দ্য-সুন্দর রূপকে আংশিক উপস্থাপন করেছেন তিনি। উদ্দীপকের কবিতাংশেও প্রকৃতিপ্রেমের এ দিকটি পরিলক্ষিত হয়।

উদ্দীপকের কবিতাংশে প্রকৃতির রহস্যময় রূপবৈচিত্র্যের প্রতি কবিহৃদয়ের গভীর অনুরাগ ও বিস্ময় প্রকাশিত হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে তাই বসুন্ধরা হয়ে উঠেছে অপূর্ণ সুন্দরী। আর সে সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট হয়ে কবির প্রাণ যেন বাধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতেছে। উচ্ছ্বাসের বশে কবি তাই নৃত্য করতে চান সারাবেলা। একইভাবে 'ঐকতান' কবিতার কবিও বিপুল পৃথিবীর রূপে-গুণে মুগ্ধ। পাহাড়, সাগর, মরুভূমিসহ প্রকৃতির বিচিত্র রূপ কবিকে প্রবলভাবে টানে। জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতার কারণে এ সবকিছুর সান্নিধ্যে যেতে না পারলেও সেসবের বর্ণনা শুনেই তৃপ্ত হওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কবিতাটিতে প্রকাশিত কবির এ অনুভব মূলত উদ্দীপকের কবির ভাবাবেগকেই প্রতিফলিত করে। এ দিক থেকে উদ্দীপকের কবিতাংশের সাথে 'ঐকতান' কবিতায় বিধৃত কবির প্রকৃতিপ্রেমের দিকটির মিল পাওয়া যায়।

ঘ. 'ঐকতান' কবিতায় বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি কবির মুগ্ধতা প্রকাশিত হয়েছে। 'ঐকতান' কবিতায় নিজের সাহিত্যজীবনের অপূর্ণতার কথা বলার পাশাপাশি কবি প্রকৃতির অব্যক্ত সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর মুগ্ধতাকেও তুলে ধরেছেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও কবি তাই প্রকৃতিকে উপলব্ধি করেছেন প্রবলভাবে। এ কারণেই বিপুল পৃথিবীর নানা সৌন্দর্য অনুমুখ্যাকে কাছ থেকে দেখতে না পারার বেদনা অনুভব করেছেন তিনি।

উদ্দীপকের কবিতাংশের কবি বিশ্বপ্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য দেখে তৃপ্ত। তিনি এতটাই অভিভূত যে, তাঁর প্রাণ যেন আজ বাধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে মেতেছে। এ কারণেই বার বার নানাভাবে নেচে গেয়ে উঠতে চাইছে উদ্দীপকের কবিমন। শুধু তাই নয়, ভাবাবেগের বশে তাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন তিনি। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি কবির রূপমুগ্ধতার এ দিকটি 'ঐকতান' কবিতারও অন্যতম বিষয়। আর তাই বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিকে কাছ থেকে না দেখতে পারার যন্ত্রণা দৃষ্ট করেছে কবিকে।

'ঐকতান' কবিতায় কবি শুধু আত্মসমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি। সাধারণ জনজীবন ও তাদের বহুমুখী কর্মের কথাও আলোচিত হয়েছে সেখানে। এছাড়া বিশ্বপ্রকৃতির নানা অনুমুখ্যের মনোমুগ্ধকর বর্ণনা রয়েছে কবিতাটিতে। এর মধ্য দিয়ে বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যের প্রতি কবিমনের গভীর অনুরাগ প্রকাশিত হয়েছে। একইভাবে উদ্দীপকের কবিতাংশেও বিশ্বের মোহময় রূপ-সৌন্দর্যকে তুলে ধরে এর বন্দনা করা হয়েছে। উদ্দীপকের কবির এই বোধ মূলত 'ঐকতান' কবিতার কবির বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার অনুভূতিকেই ধারণ করে। এ বিবেচনায় প্রশ্লোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ▶ ২ "নমি আমি প্রতিজ্ঞা, আদ্বিজ-চণ্ডাল
প্রভু, ক্রীতদাস।

সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;
সমগ্রে প্রকাশ।

নমি কৃষি-তনুজীবী, স্থপতি, তক্ষক,

কর্ম-চর্মকার! (রা. বো.; ক. বো.; চ. বো.; ঘ. বো. ১৮। প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. 'ঐকতান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? ১
- খ. 'যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী, কুড়াইয়া আনি'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপক ও 'ঐকতান' কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'ঐকতান' কবিতার মর্মার্থ বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'ঐকতান' কবিতাটি 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

খ. প্রশ্লোক্ত চরণটির মাধ্যমে কবি তাঁর কাব্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ কুড়িয়ে আনার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনজীবনে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। নানা প্রান্তের লেখকরা তাঁদের নিজ নিজ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে কবিতা রচনা করেন। এভাবে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য, বৈচিত্র্যময় জনজীবন ও নানা প্রান্তের লেখকদের জীবনদৃষ্টির সমন্বয়ে বিশ্বসাহিত্য স্বতন্ত্র্য ভাব ও বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়। তাই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অকপটে স্বীকার করেন যে, তাঁর পক্ষে পৃথিবীর সর্বত্রগামী হওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্পদ কুড়িয়ে এনে নিজের সৃষ্টিকর্মকে সমৃদ্ধ করেন। প্রশ্লোক্ত চরণটিতে এ কথাই প্রকাশ পেয়েছে।

গ। উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঐক্যতান' কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই রয়েছে।

'ঐক্যতান' কবিতায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই বিরাট পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অধরা রয়ে গেছে। তিনি এও লক্ষ করেছেন, যে শ্রমজীবী মানুষের বিচিত্র কর্মভারে জগৎ-সংসার পরিচালিত হচ্ছে, তারাই উপেক্ষিত থেকে গেছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। কবি এখানে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির উপেক্ষিত জনতার প্রতি প্রণতি জানিয়েছেন। কেননা, ব্রাত্যজন হিসেবে চিহ্নিত এসকল মেহনতি মানুষের অবদানেই মানব সমাজের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে। তাদের শ্রম ও ঘামের ফলেই সভ্যতার চাকা আজও গতিশীল। এমনকি আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যের মূল উৎপাদক তারা। উদ্দীপকের মানবদরদি কবির মতো 'ঐক্যতান' কবিতার কবি তাঁর সাহিত্যে এ শ্রেণির মানুষকে যথাযথ স্থান দিতে পারেননি। এ দিক থেকে কবিতাটি উদ্দীপকের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। তবে এ কবিতায় নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়ে শ্রমজীবী শ্রেণির অবদানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন কবি। এছাড়া তাদের জীবনযন্ত্রণার কথকতাকে বাণীব্রূপ দেওয়ার জন্য তিনি আশ্রয় করেছেন ভবিষ্যতের মহৎ কবির প্রতি। অন্ত্যজ শ্রেণির প্রতি কবির এ শ্রদ্ধাশীল মনোভাব উদ্দীপকের কবিতাংশের কবির মানসিকতাকেই তুলে ধরে, যা উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঐক্যতান' কবিতার সাদৃশ্য নির্দেশ করে।

ঘ। 'ঐক্যতান' কবিতায় যুগপৎ কবি তাঁর নিজের এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা উন্মোচনের পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের অবদানের দিকটিকেও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

'ঐক্যতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনের সাহিত্য সাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন। এরই অংশ হিসেবে আলোচ্য কবিতায় অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি। আর তা করতে গিয়ে তাঁর সাহিত্যে সমাজের বৃহত্তর অংশ হিসেবে শ্রমজীবীদের যথার্থ স্থান দিতে পারেননি বলে আক্ষেপ করেছেন তিনি।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি বিনম্রচিত্তে শ্রমজীবীদের অনবদ্য ভূমিকাকে স্মরণ করেছেন। তাদের বিচিত্র কর্মভারে সভ্যতার চাকা গতিশীল। তাদের অবদানেই আমরা সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারছি। আলোচ্য কবিতাংশে সমাজ সচেতন কবি তাই শ্রমজীবীদের বন্দনা করেছেন কৃতজ্ঞতাভরে। একইভাবে 'ঐক্যতান' কবিতার পটভূমিতেও কবি অবহেলিত শ্রমজীবীদের অবদানকে তুলে ধরতে অনাগত মৃত্তিকা-সংলগ্ন কবির আবাহন করেছেন।

'ঐক্যতান' কবিতায় জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে নিজের দীনতা উপলব্ধি করেছেন কবি। অন্যদিকে, উদ্দীপকের কবিতাংশের রচয়িতা একজন গণমানুষের কবি। আর তাই আলোচ্য কবিতাংশে তিনি দলিত ও উপেক্ষিত কর্মজীবীদের বন্দনা করেছেন, যা 'ঐক্যতান' কবিতার অন্যতম বিষয়। সেখানে কবি সাধারণ মানুষের জীবনবাস্তবতার উল্লেখ না থাকাকেই তাঁর সাহিত্যের বড় ব্যর্থতা বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, সমাজের বৃহত্তর অংশকে উপেক্ষা করে শিল্পসাধনা পূর্ণতা পায় না। তাই গভীর মনোবেদনা থেকে তিনি অনাগত গণমানুষের কবির আশ্রয় করেছেন। তাঁর প্রত্যাশা, অনাগত সে কবি সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হবেন। তাদের জীবন যাতনাকে তিনি তুলে ধরবেন মমত্বের সঙ্গে। এভাবে 'ঐক্যতান' কবিতার মূলভাবে শ্রমজীবী শ্রেণির গুরুত্বের দিকটিই প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রশ্ন ৩। "নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ-চন্ডাল

প্রভু, ক্রীতদাস।

সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;

সমগ্র প্রকাশ!

নমি কৃষি-তত্ত্বজীবী, স্থপতি, তক্ষক,

কর্ম-চর্মকার!

কত রাজ্য কত রাজ গড়িছ নীরবে

হে পূজ্য, হে প্রিয়!

একত্রে বরণ্য তুমি, শরণ্য এককে—

আত্মার আত্মীয়।"

[চা. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৫]

ক. 'ঐক্যতান' শব্দের অর্থ কী?

১

খ. 'যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী, কুড়াইয়া আনি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

২

গ. উদ্দীপকটি 'ঐক্যতান' কবিতার কোন বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা করো।

৩

ঘ. "উদ্দীপকের শেষ পঙ্ক্তি দুটি 'ঐক্যতান' কবিতার মূল সুরকে ধ্বনিত করে তোলে"— বিশ্লেষণ করো।

৪

৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'ঐক্যতান' শব্দের অর্থ—সমস্বর।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ২(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকটি 'ঐক্যতান' কবিতার শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের বিচিত্র কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'ঐক্যতান' কবিতায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, এই বিরাট পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অধরা রয়ে গেছে। তিনি এও লক্ষ করেছেন— যে শ্রমজীবী মানুষের বিচিত্র কর্মভারে জগৎ-সংসার পরিচালিত হচ্ছে, তারাই তাঁর সৃষ্টিকর্মে অনেকাংশে উপেক্ষিত থেকে গেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। কবি এখানে বিনম্রচিত্তে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির উপেক্ষিত জনতার প্রতি প্রণতি জানিয়েছেন। কেননা, ব্রাত্যজন হিসেবে চিহ্নিত এসকল মেহনতি মানুষের অবদানেই মানব সমাজের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে। তাদের শ্রম ও ঘামের ফলেই সভ্যতার চাকা আজও গতিশীল। এমনকি আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যের মূল উৎপাদক তারা। উদ্দীপকের মানবদরদি কবির মতো 'ঐক্যতান' কবিতার কবি তাঁর সাহিত্যে এ শ্রেণির মানুষকে যথাযথ স্থান দিতে পারেননি। তাই নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়ে তাদের অবদানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন তিনি। এছাড়া তাদের জীবনযন্ত্রণার কথকতাকে বাণীব্রূপ দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে মহৎ কবির আবাহন করেছেন কবি। তাঁর বিশ্বাস, অনাগত সে কবি শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে সত্য ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন আত্মীয়তার বন্ধন। এভাবে উদ্দীপকটি 'ঐক্যতান' কবিতায় বিধৃত শ্রমজীবী মানুষের অবদানকে কৃতজ্ঞচিত্তে তুলে ধরার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. 'ঐক্যতান' কবিতায় যুগপৎ কবি তার নিজের এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা উন্মোচনের পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের অবদানের দিকটিকেও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

'ঐক্যতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনের সাহিত্য সাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন। এর অংশ হিসেবে আলোচ্য কবিতায় অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি। আর তা করতে গিয়ে তাঁর সাহিত্যে সমাজের বৃহত্তর অংশ হিসেবে শ্রমজীবীদের যথার্থ স্থান দিতে পারেননি বলে আক্ষেপ করেছেন তিনি।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি বিনম্রচিত্তে শ্রমজীবীদের অনবদ্য ভূমিকাকে স্মরণ করেছেন। তাদের বিচিত্র কর্মভারে সভ্যতার চাকা গতিশীল। তাদের অবদানেই আমরা সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনযাপন করতে পারছি। আলোচ্য কবিতাংশে সমাজ সচেতন কবি তাই শ্রমজীবীদের বন্দনা করেছেন কৃতজ্ঞতাভরে। একইভাবে 'ঐক্যতান' কবিতার পটভূমিতেও কবি অবহেলিত শ্রমজীবীদের অবদানকে তুলে ধরতে অনাগত মৃত্তিকা-সংলগ্ন কবির আবাহন করেছেন।

'ঐক্যতান' কবিতায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নিজের জ্ঞানের দীনতা উপলব্ধি করেছেন কবি। নানা দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও চিত্রময় বর্ণনার বাণী ভিক্ষালব্ধ ধনের মতো সহজে আহরণ করে নিজের

কাব্যভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছেন তিনি। তবু তিনি বৃহত্তর জনজীবনের সর্বত্র প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাননি। নানা পেশাজীবীর বিচিত্র কর্মভারে জগৎ-সংসার চালিত হচ্ছে। কিন্তু সমাজের উচ্চ মঞ্চে আসীন হওয়ায় বৃহত্তর জীবনধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। তাই নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েই তিনি ভবিষ্যতের মহৎ কবির আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছেন। তাঁর ধারণা, সে কবি সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হবেন। তাদের জীবন যাতনাকে তুলে ধরে সত্য ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন আত্মীয়তার বন্ধন। উদ্দীপকের কবিতাংশের রচয়িতাও তেমনি একজন জনমানুষের কবি। আলোচ্য কবিতাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে তিনি দলিত ও উপেক্ষিত কর্মজীবীদের বন্দনা করেছেন যা 'একতান' কবিতার মূলভাব। সে বিবেচনায় প্রস্তোত্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৮ 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিসত্ত্বকে আহ্বান করেছিলেন দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের শক্তির উদ্বোধন ঘটাবার জন্য। তিনি এতে বলেছেন— যারা দরিদ্র তারা বংশ পরম্পরায় দারিদ্র্যের যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। তাদের মুখের অন্ন কেউ কেড়ে নিলেও তারা থাকে মূক ও ভীতসন্ত্রস্ত। প্রতিবাদ করাতো দূরের কথা, সবিনয়ে নালিশের ভাষাও যেন এদের নেই। স্বয়ং বিধাতাও যেন এদের প্রতি বিমুখ। কবি বলেছেন যে এদের মুখে দিতে হবে ভাষা।

(রা.বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৬)

- ক. 'একতান' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১
- খ. কবির মতে, গানের পসরা ব্যর্থ হয় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কবির আহ্বান 'একতান' কবিতায় কতটা প্রতিফলিত হয়েছে? ৩
- ঘ. 'একতান' কবিতায় যে অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত হয়েছে উদ্দীপকে তা নেই— বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'একতান' কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কৃত্রিম সাহিত্য নিঃসন্দেহে ব্যর্থ।

'একতান' কবিতায় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাহিত্যসৃষ্টিকে কৃত্রিম বলে অভিহিত করা হয়েছে। কবির মতে— যে সাহিত্য, যে গান জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ সাধন করতে পারে না তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। এমন ধরনের কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট সাহিত্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। আর কৃত্রিমতার জন্য গানের পসরা ব্যর্থ হয় বলে কবি উল্লেখ করেছেন।

গ উদ্দীপকের কবির দারিদ্র্যপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান 'একতান' কবিতায় সম্পূর্ণটা প্রতিফলিত হয়েছে।

'একতান' কবিতার কবি সমগ্র জীবন সাহিত্য সাধনায় মগ্ন থেকে নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করেছেন। তবু জীবনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে হিসাব-নিকাশ করে নিজের অপূর্ণতাগুলোই তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। এতকিছু করেও তাঁর মনে হয়েছে তিনি যেন কিছুই করতে পারেননি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি উপলব্ধি করেছেন যেসব শ্রমজীবী মানুষের হাত ধরে এই সভ্যতা গড়ে উঠেছে তারাই হয়েছে তাঁর সাহিত্যে উপেক্ষিত।

উদ্দীপকের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মূল্য উপলব্ধি করেছেন। তিনি মনে করেন সমাজের খেটে খাওয়া মানুষদের শক্তির উদ্বোধন ঘটাতে না পারলে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শ্রমজীবী মানুষেরা দীর্ঘদিন অবহেলিত থেকে তাঁদের প্রতিবাদের ভাষা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। কবি মনে করেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই তাঁদের অধিকার সচেতন করে তুলতে হবে। উদ্দীপকের কবির অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই বোধটিই 'একতান' কবিতার কবির চিন্তায় সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

৭ 'একতান' কবিতায় কবি নিম্নবর্ণীয় মানুষের জীবনকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরতে না পারার আক্ষেপের কথা প্রকাশ করেছেন।

'একতান' কবিতায় কবি তাঁর সাহিত্যে ব্রাত্যজনতাকে সফলিষ্ঠ করতে পারেননি। আর তাঁর এই সীমাবদ্ধতার দিকটি তিনি উন্মোচন করেছেন সাবলীলভাবে। তিনি একইসাথে ভবিষ্যৎ কবিদের কাছে পরিপূর্ণ কর্মের দ্বারা সাহিত্যজগৎকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। পাশাপাশি নিজ সাফল্য ও ব্যর্থতাকে প্রকাশ এবং অনাগত ভবিষ্যতের কবির প্রতি আহ্বান করেছেন জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃজনে।

উদ্দীপকে ফুটে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের নিজ সাহিত্যে ঠাই দেওয়ার বিষয়টি। এখানে কবি সমাজের সকল স্তরের মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। উদ্দীপকের কবি মনে করেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই তাঁদের অধিকার সচেতন করে তুলতে হবে। সমাজের বেশিরভাগকে অবহেলিত রেখে দেশের উন্নয়ন প্রায় অসম্ভব। তাই কবি সেই সকল শ্রমজীবী মানুষের মুখে প্রতিবাদের ভাষা, নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার ভাষা দিতে চান।

পৃথিবীতে মানুষ আপন চেষ্টায় সাফল্য অর্জন করলেও কিছু ব্যর্থতা থেকে যায় যা মূলত 'একতান' কবিতার বক্তব্যে ফুটে উঠেছে। কিন্তু উদ্দীপক পরিপূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাকে প্রতিনিধিত্ব করছে না। 'একতান' কবিতায় কবি নিজের সীমাবদ্ধতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন, কিন্তু উদ্দীপকের কবির মাঝে সে সীমাবদ্ধতা নেই। 'একতান' কবিতার কবি সাধারণ মানুষের কাছে পৌছাতে পারেননি বলে নিজের আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। আর উদ্দীপকের কবি দরিদ্র মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়েই 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি রচনা করেছেন। অতএব বলতে পারি, 'একতান' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে কবির আক্ষেপ কিন্তু উদ্দীপকের কবির বক্তব্যে সেই আক্ষেপটি একেবারেই অনুপস্থিত।

প্রশ্ন ৯ আব্দুল গাফ্ফার গ্রামের আদর্শ কৃষক। দু-চার গাঁয়ের মানুষ তাঁকে এক নামে চেনে। তিনি সমন্বিত পদ্ধতিতে চাষ করে অল্প স্থানে অধিক উৎপাদনের নজির স্থাপন করে কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক সাফল্য অর্জন করেন। সরকারি-বেসরকারি পুরস্কারও পান। সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে দেখেন সেখানে শীতকালীন ফসল ফলানো হচ্ছে গ্রীষ্মকালে। তিনি উপলব্ধি করেন যে কৃষির অনেক কিছু জানলেও তিনি সবকিছু জানেন না।

(দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৫; সোনার বাংলা কলেজ, বুড়িচং কুমিল্লা। প্রশ্ন নম্বর-৫)

- ক. 'একতান' কবিতাটি প্রথমে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়? ১
- খ. 'বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার'— এ কথার তাৎপর্য কী? ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'একতান' কবিতার কী বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য আছে লেখো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আব্দুল গাফ্ফার ও 'একতান' কবিতার কবির উপলব্ধি একই— ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'একতান' কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়।

খ কবি সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদায় আসীন ছিলেন বলে হতদরিদ্র মানুষের জীবনে প্রবেশ করতে পারেননি।

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ। কবি বুঝতে পেরেছেন অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অদেখা রয়ে গেছে। আর এর একটি প্রধান কারণ, তাঁর জীবনযাত্রা ও সামাজিক অবস্থান। সমাজের উচ্চ মঞ্চে আসন গ্রহণ করায় তিনি হতদরিদ্র মানুষের কাছাকাছি যেতে পারেননি। জীবনের শেষ সময়ে এসে এটিকে নিজের ব্যর্থতা ও অপূর্ণতার কারণ মনে করেছেন তিনি।

গ প্রেক্ষাপটের দিক থেকে উদ্দীপকের সঙ্গে 'ঐকতান' কবিতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই বিদ্যমান রয়েছে।

ঐকতান কবিতায় রয়েছে স্থিতপ্রজ্ঞ কবির আত্মসমালোচনা। কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তির প্রকাশ ঘটেছে এখানে। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন নিজের ব্যর্থতার স্বরূপ।

উদ্দীপকের আব্দুল গাফফার আদর্শ কৃষক হিসেবে দু-চার গায়ের মানুষের কাছে সমাদৃত। সমন্বিত পশ্চতিতে চাষ করে কৃষিক্ষেত্রে বৈশ্ববিক সাফল্য আনেন তিনি। কিন্তু বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে কৃষিক্ষেত্রে আরও ব্যাপক বৈচিত্র্য দেখার পর নিজের অপূর্ণতার কথা বুঝতে পারেন তিনি। 'ঐকতান' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের সাদৃশ্য এই যে, কবিও নিজের অপূর্ণতার দিকটি অনুভব করেছেন। গাফফার যেমন উপলব্ধি করেছেন যে তিনি সবকিছু জানেন না, কবিও তেমনি উপলব্ধি করেছেন যে, সবার কাছে সমাদৃত হলেও আসলে অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অদেখা। প্রেক্ষাপটের গাভীর ও ভিন্নতাই উদ্দীপক ও পাঠ্য কবিতাটিকে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ করে তুলেছে।

উদ্দীপকে রয়েছে এক কৃষকের কৃষিক্ষেত্রে সকল দিক না জানা নিয়ে অপূর্ণতা ও হতাশার এক সাধারণ দিক। অন্যদিকে আলোচ্য কবিতায় রয়েছে বিশ্বজুড়ে সমাদৃত এক কবির কবিতাজ্ঞানে নিজের অপূর্ণতার এক গভীর দিক। অপূর্ণতার অকপট স্বীকারোক্তি উদ্দীপক ও কবিতাটির মাঝে সাদৃশ্য সৃজন করেছে।

ঘ উদ্দীপকের আব্দুল গাফফার ও 'ঐকতান' কবিতার কবি উভয়কেই অপূর্ণতার অনুভূতি তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।

ঐকতান কবিতার কবি জীবনসায়াকে এসে কবি হিসেবে নিজের অপূর্ণতার কথা প্রকাশ করেছেন। অনুভব করেছেন নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ।

উদ্দীপকের আব্দুল গাফফার আদর্শ কৃষক হিসেবে সমাদৃত। কৃষিক্ষেত্রে বৈশ্ববিক সাফল্য অর্জন করেছেন তিনি। কিন্তু বিদেশ ভ্রমণে গিয়ে সেখানকার কৃষকদের সাফল্য দেখে তিনি অনুভব করেন যে, তিনি অনেক কম জানেন। এদিকে 'ঐকতান' কবিতার কবি বিশ্বজুড়ে সমাদৃত হলেও তাঁর মনে হয়েছে তিনি সকল মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেননি। নিজের জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতায় অনেকের কাছ থেকেই দূরে অবস্থান করেছেন তিনি।

প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও গাফফার ও কবির অনুভূতি একই। নিজ নিজ অজ্ঞানে সমাদৃত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে কাতর হয়েছেন। কবি বুঝতে পেরেছেন এই পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অদেখা। বিশ্বের বিশাল আয়োজনে তাঁর মন জুড়ে ছিল কেবল ছোট একটি কোণ। নানা দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সময়ে আহরণ করে কাব্যভাণ্ডার পূর্ণ করলেও পৃথিবীর সর্বত্রই তিনি প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাননি। এদিকে আব্দুল গাফফার পরিভ্রমণ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছেন তাঁর জ্ঞান পূর্ণ নয়, জানার বাকি অনেক কিছুই। ভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের প্রেক্ষাপট সাধারণ ও ক্ষুদ্র, আর কবিতার প্রেক্ষাপট গভীর ও গাভীরপূর্ণ, কিন্তু অপূর্ণতার আত্মোপলব্ধি দুজনের ক্ষেত্রে একই।

প্রশ্ন ৬ বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দু'পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।

[চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নম্বর-৭]

ক. 'ঐকতান' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত?

খ. কবির অগোচরে কী রয়ে গেছে? বুঝিয়ে লেখো।

গ. উদ্দীপক এবং 'ঐকতান' কবিতার মধ্যে বৈসাদৃশ্যগুলো আলোচনা করো।

ঘ. "উদ্দীপক ও 'ঐকতান' কবিতার মূলভাবে আপাত বৈপরীত্য থাকলেও দুটোতেই দূর ও নিকটকে জানার আগ্রহ প্রাধান্য পেয়েছে।"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ঐকতান' কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ সৃষ্টিজগতের অনেক কিছুই কবির অজানা রয়েছে।

কবির অগোচরে অগণিত নগর রাজধানী, মানুষের বহু কীর্তি, বহু নদী-গিরি-সিন্ধু-মরু, বহু অজানা জীব ও অপরিচিত তরু রয়ে গেছে। কারণ এই পৃথিবী যেমন বিশাল, তেমনি বৈচিত্র্যময়। একজন মানুষের অতি ক্ষুদ্র জীবনে সবকিছু দেখা সম্ভব নয়। এজন্যই জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য কবির অগোচরে রয়ে গেছে।

গ বস্তব্য ও বর্ণনার ভিন্নতার কারণে 'ঐকতান' কবিতার সঙ্গে উদ্দীপকের কিছু বৈসাদৃশ্য তৈরি হয়েছে।

'ঐকতান' কবিতায় কবি অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। জীব ও জড়-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভার নিয়ে এ বিশ্বজগৎ গঠিত হলেও কবির মন পড়ে থাকে তারই এক ক্ষুদ্র কোণ। কবি বুঝতে পেরেছেন, এই পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অদেখা রয়ে গেছে। অসংখ্য নদী-গিরি-সিন্ধু-মরু ও মানুষের নানা কীর্তি সম্পর্কে তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর মনে হয়— 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি'।

উদ্দীপকের কবিতায় কবির অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত হলেও তা হয়েছে ভিন্ন অর্থে। উদ্দীপকের কবি বহুদিন ধরে দূরের পর্বতমালা, সাগর ইত্যাদির সৌন্দর্য নিয়ে মেতে ছিলেন। অদেখা বিষয়ে দেখার জন্য তাঁর আকুতি কম নয়। কিন্তু বাইরে ঘুরে বেড়ালেও তাঁর বাড়ির পাশে ধানের শিষের ওপর জমে থাকা শিশিরবিন্দুর সৌন্দর্য উপলব্ধির প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। অর্থাৎ 'ঐকতান' কবিতায় যেখানে বিশাল বিশ্বকে না দেখার আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে উদ্দীপকে দূরের অনেক কিছু দেখেও আপন প্রতিবেশের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য উপলব্ধি না করার বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। এখানেই 'ঐকতান' কবিতা ও উদ্দীপকের ভিন্নতা ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপক ও 'ঐকতান' কবিতায় নিকটকে দূরে ও দূরকে নিকটে করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে— মন্তব্যটি অনেকাংশে সত্য।

'ঐকতান' কবিতায় বিশাল বিশ্ব সম্পর্কে জানার এক অভিনব প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর এই আগ্রহে দূরত্ব কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। আর তাই কবি বিশাল বিশ্বের আয়োজনকে নিজ চোখে না দেখতে পারলেও ভ্রমণবৃত্তান্ত ও চিত্রময় বর্ণনার বাণী থেকে সেই দূর অজানাকে জানতে চেয়েছেন।

উদ্দীপকে দূরকে নিকটে প্রত্যাশা করা হয়েছে। কবি বহুদিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে, বহু ব্যয় করে নানা দেশের সমুদ্র-পর্বত দেখতে গিয়েছেন। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে মনের অজান্তেই নিকটকে অবহেলা করে গেছেন। এক পর্যায়ে তাঁর উপলব্ধি জন্মে যে, বাড়ির পাশের ধানের শিষের ডগায় লেগে থাকা শিশিরবিন্দুর অপার সৌন্দর্য তিনি দেখতে পাননি। কবি তাই একে নতুন করে দেখতে চান। 'ঐকতান' কবিতায়ও কবি নিকট ও দূরকে সমান গুরুত্বের সাথে দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

'ঐকতান' একটি আত্মসমালোচনামূলক কবিতা। এ কবিতায় কবি নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। সেখানে তিনি আভিজাত্যপূর্ণ জীবনের কারণে যেসব মানুষের কাছ থেকে দূরে ছিলেন তাদেরকেই আপন করে নিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সেসব উপেক্ষিত জনমানুষেরও সাহিত্যের ঐকতানসভায় স্থান পাওয়ার কথা। শুধু তাই নয়, নিজের জানার সীমাবদ্ধতাকে পূরণ করতে দূরের অদেখা ও অজানা বিষয়কেও জানতে চেয়েছেন তিনি। এভাবে দূরকে নিকট করার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপক ও কবিতাটিতে যত সহজভাবে প্রকাশ করা হয়েছে নিকটকে দূর করার বিষয় ততটা স্পষ্ট নয়। যদিও নিকট ও দূর উভয়ের প্রতিই কবির দৃষ্টির ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের মন্তব্যটি আংশিক সত্য।

প্রশ্ন ৭ ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির

মুক সবে, ঘান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্ফুটন্ত যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—
তার পরে সন্তানদের দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভরসে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে, স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্নখুটি কোনমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া।

[সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৫।]

- ক. 'উদকারি'— অর্থ কী? ১
- খ. 'বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।'— এ কথার তাৎপর্য কী? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে 'একতান' কবিতার শ্রমজীবী মানুষের জীবনচিত্র বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে 'একতান' কবিতার ভাবার্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে কিনা আলোচনা করো। ৪

৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'উদকারি' অর্থ— ওপরে বা উর্ধ্বে প্রকাশ করে দাও।

খ. সৃজনশীল প্রশ্নের ৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ. উদ্দীপকে শ্রমজীবী মানুষের যে জীবনচিত্র উন্মোচিত হয়েছে তার সঙ্গে মিল রয়েছে 'একতান' কবিতায় বর্ণিত শ্রমজীবী মানুষের।

উদ্দীপকে কর্মক্লান্ত, ক্ষুধাপীড়িত, দরিদ্র কিন্তু বেদনা প্রকাশে অক্ষম মানুষের জীবনচিত্রের বর্ণনা বর্তমান। এখানকার মানুষগুলো নতশির, মুকভাবে কেবল প্রাণপণে কর্ম করে যায় কিন্তু তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। নিজের অভাব ও দারিদ্র্যের ঐতিহ্য তারা সন্তানকে উপহার দিয়ে যায়। তারপরও তারা অদৃষ্ট, দেবতা কিংবা মানুষকে কোনো ভরসনা করে না। এমন মানুষের কথা কবিগুরু তাঁর 'একতান' কবিতায় ব্যক্ত করেছেন।

'একতান' কবিতায় কবি বলেছেন তাদের কথা যারা দুঃখে-সুখে নতশির ও বিশ্বের সম্মুখে স্তম্ভ। বিচিত্র তাদের কর্মভার, যার পরে ভর দিয়ে চলেছে সমস্ত সংসার। এদের কেউ চাষি, কেউ তাঁতি, কেউ বা জেলে। তারপরও এই মানুষগুলো বিধে অবহেলিত। তাদের মনও নির্বাক। বস্তুত তাদের জীবন পরিস্থিতি উদ্দীপকে বর্ণিত শ্রমজীবী মানুষগুলোর মতোই।

ঘ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা বিষয়টি 'একতান' কবিতার একটি দিককে প্রকাশ করে, সমগ্র ভাবকে নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য সাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব খুঁজেছেন 'একতান' কবিতায়। তিনি অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন কবিতায়। নিজের আভিজাত্যময় জীবনের কারণে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেননি। ফলে তাঁর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের কথা পরিপূর্ণভাবে আসেনি। এ কারণে তিনি এমন কবির প্রত্যাশা করেছেন যিনি এই সাধারণ মানুষের কথা বাস্তবসম্মতভাবে সাহিত্যে তুলে ধরবেন।

উদ্দীপকে 'একতান' কবিতার এই সমগ্র ভাব নেই। তাতে আছে কেবল সাধারণ মানুষের জীবনের বেদনার চিত্র। এই মানুষগুলো উক্ত কবিতায় বর্ণিত শ্রমজীবী মানুষের মতো সুখে-দুঃখে মুক, নতশির। নিজেদের বেদনার জন্যে তারা বিধাতা, মানুষ কিংবা ভাগ্যকে দোষারোপ করে না।

উদ্দীপকে যেখানে দুঃখপীড়িত মানুষের জীবনবাস্তবতা মুখ্য, 'একতান' কবিতায় সেখানে আছে আরো অনেক কিছু। কবিতাটি মুখ্যত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যজীবনের আত্মসমালোচনা। যেখানে কবি অকপটে নিজের নানা সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকের সীমাবদ্ধ পরিসরে এ সকল দিক সেভাবে উঠে আসেনি। সে দিক বিবেচনায় তাই বলা যায়, উদ্দীপকে 'একতান' কবিতার একটি দিক প্রকাশ পেয়েছে, সমগ্র দিক নয়।

চট্টগ্রামের এক জেলেপাড়ায় হরিশংকর জলদাস জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যপীড়িত জেলে জীবনের সদস্য হলেও আপন প্রতিভাবলে বর্তমানে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিক ও গবেষক। বাংলা সাহিত্যে অনাদৃত জেলে জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস ও গবেষণা কর্মের জন্যে একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন। জেলেপাড়ার সুবিধা বঞ্চিত, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত বিপন্নতার এক বৈচিত্র্যময় ভাষাচিত্র তিনি অংকন করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। তাঁর লেখনী কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা নয়, গভীর মমতায় চিত্রায়িত নিম্নবর্ণের সমাজ জীবনের চালচিত্র বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়েছে।

[সি. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৫।]

- ক. 'একতান' কবিতাটি প্রথমে কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে? ১
- খ. 'সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে'— পঙ্ক্তিটির মর্মার্থ বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. "উদ্দীপকের হরিশংকর জলদাসের জীবন ও কর্ম 'একতান' কবিতায় বর্ণিত 'সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসা' কবির জীবন ও কর্মের বিপরীত"— মন্তব্যটি বিচার করো। ৩
- ঘ. "কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি" কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এরকম প্রত্যাশিত সাহিত্যকর্মই যেন উদ্দীপকের হরিশংকর জলদাসের রচনার বিষয়বস্তু।— অভিমতটি যাচাই করো। ৪

৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'একতান' কবিতাটি প্রথমে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

খ. প্রগোস্ত চরণটির মাধ্যমে কবির কষ্টে জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতার কারণে শ্রমজীবী শ্রেণি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে।

অভিজাত শ্রেণির মানুষ হওয়ায় কবি উপেক্ষিত জনতা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছেন। জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতার কারণে সেখান থেকে তিনি বৃহত্তর সমাজ ও জনজীবনকে যথার্থভাবে দেখতে পারেননি। ফলে প্রান্তিক মানুষের সাহচর্য লাভ বা তাদের জীবনযাত্রার সাথে একাত্ম হতে পারেননি কবি। আলোচ্য চরণটির মাধ্যমে কবির সামাজিক অবস্থানগত এ সীমাবদ্ধতার দিকটিই খেদের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

গ. 'একতান' কবিতা ও উদ্দীপক অনুযায়ী প্রগোস্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

'একতান' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মসমালোচনামূলক কবিতা। এ কবিতায় কবি তাঁর সাহিত্যজীবনের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। পৃথিবীর সর্বত্র তিনি প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাননি। শ্রমজীবী মানুষের ওপর ভর করেই জীবন-সংসার এগিয়ে চলে। কিন্তু কবি এসব হতদরিদ্র অপাড়ন্তেয় মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সমাজের উচ্চ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছিলেন। উদ্দীপকের হরিশংকর জলদাসের জীবন ও কর্ম 'একতান' কবিতার কবির থেকে ভিন্নতর।

উদ্দীপকের হরিশংকর জলদাস কবির মতো সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেননি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি জেলে পরিবারের সদস্য। কর্মজীবনেও তিনি এই অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনের কথা বলে চলেছেন তাঁর সাহিত্যকর্ম ও গবেষণায়। এ বিষয়ে তাঁর লেখনী কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা নয়, গভীর মমতায় চিত্রায়িত নিম্নবর্ণের সমাজজীবনের চালচিত্র যা সমাজের উচ্চমঞ্চে বসা কবির জীবন ও কর্মের বিপরীত।

ঘ. 'একতান' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনাগত দিনের কবির কাছে যেমন সাহিত্য প্রত্যাশা করেছিলেন হরিশংকর জলদাসের সাহিত্যকর্মের বিষয়বস্তু ঠিক তেমনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'একতান' কবিতায় সেই অনাগত কবিকে আহ্বান করেছেন, যিনি অখ্যাত মানুষের অব্যক্ত মনের জীবনকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হবেন। কর্ম ও কাজে যিনি শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত আত্মীয়তা করবেন। অবজ্ঞা বা উপেক্ষিত মানুষও যেন সেই কবির কবিতায় সম্মান লাভ করে। কাছে থেকেও কবি রবীন্দ্রনাথ যে মানুষগুলোর জীবনের নৈকট্য লাভ করতে পারেননি তাদের কথা যেন অনাগত দিনের কবির সাহিত্যে স্থান পায়।

উদ্দীপকের হরিশংকর জলদাসের সাহিত্যকর্মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনাগত কবিকে আহ্বানের ভাবনা বর্তমান। অনাদৃত জেলে-জীবনের কথা তিনি তাঁর সাহিত্যকর্ম ও গবেষণায় বিশ্বস্ততার সঙ্গে উন্মোচন করেছেন। জেলেপাড়ার সুবিধাবঞ্চিত, আহারক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত বিপন্নতার এক বৈচিত্র্যময় ভাষাচিত্র হলো তাঁর সাহিত্যকর্ম।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভিজাত্যের বেড়াডালে থেকে যে সকল মানুষের জীবনের কথা বলতে পারেননি, প্রত্যাশা করেছিলেন আগামী দিনের কবি যেন তার উন্মোচন করেন। উদ্দীপকের হরিশংকর জলদাস তা করেছেন সফলভাবে। সে দিক বিবেচনায় আলোচ্য উক্তিটি সর্বাঙ্গীণ সত্য।

প্রশ্ন ৯ “আত্মতত্ত্ব বিচার কর দেখি ওরে মন-পাখী

তুমি কী পড়ে পণ্ডিত হয়েছ, তোমার স্বরবর্ণ আছে বাকি
আত্মতত্ত্ব স্বরবর্ণ, সে তো নয় রে সামান্য,
পরতত্ত্ব ব্যঞ্জনবর্ণ ফলাতে গণ্য,
সে যে স্বর ভিন্ন নয়,

স্বর হতে হয় দুয়েতে মাখামাখি।” *[ঘ. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৫]*

- ক. ‘একতান’ কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? ১
খ. ‘কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।’— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকের দ্বিতীয় চরণের ভাবনার সঙ্গে ‘একতান’ কবিতার মিল দেখাও। ৩
ঘ. “একতান” কবিতার মর্মবাণী উদ্দীপকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।— মন্তব্যটি বিচার করো। ৪

৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ‘একতান’ কবিতাটি ‘জন্মদিনে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

খ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাহিত্য কৃত্রিম আর কৃত্রিম সাহিত্য নিঃসন্দেহে ব্যর্থ।

‘একতান’ কবিতায় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাহিত্যসৃষ্টিকে কৃত্রিম বলে অভিহিত করা হয়েছে। কবির মতে— যে সাহিত্য, যে গান, জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ সাধন করতে পারে না তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। এমন অবস্থায় সৃষ্ট কৃত্রিম পণ্যে ভরা গানের পসরা ব্যর্থ হওয়াই স্বাভাবিক। আলোচ্য পঙ্ক্তিতে কবি এ কথা বুঝিয়েছেন।

গ ‘একতান’ কবিতায় গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে কবির জ্ঞানের দীনতা পূরণের চেষ্টা এবং অসম্পূর্ণতার বিষয়টির সঙ্গে উদ্দীপকের দ্বিতীয় চরণের ভাবনার মিল রয়েছে।

‘একতান’ কবিতায় কবি বলেছেন, জীব ও জড়-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভার নিয়ে এই বিশাল বিশ্বজগৎ। কবির মন জুড়ে থাকে তাঁরই ছোট একটি অংশ। তাই তিনি নানা সূত্র থেকে নানা গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞান আহরণ করে নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেন, কিন্তু কাব্য-সংগীতের ক্ষেত্রে কবির যে স্বরসাধনা তাতে ঘাটিত হয়ে গেছে। কারণ সম্মানবঞ্চিত ব্রাত্যজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সমাজের উচ্চ মঞ্চে কবি আসন গ্রহণ করেছেন। তাই সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনকে তিনি দেখতে পারেননি।

উদ্দীপকেও গ্রন্থ থেকে জ্ঞান আহরণের কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে উদ্দীপকের দ্বিতীয় চরণে। ‘তুমি কী পড়ে পণ্ডিত হয়েছ, তোমার স্বরবর্ণ আছে বাকি’ চরণটিতে বস্তুত গ্রন্থ পাঠ করলেই যে পণ্ডিত হওয়া যায় না, জানার অনেক কিছু বাকি থেকে যায় সেই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। আর তাই বলা যায়, গ্রন্থ পাঠে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা এবং তার অসম্পূর্ণতার দিকটির পরিপ্রেক্ষিতে ‘একতান’ কবিতা এবং উদ্দীপকের দ্বিতীয় চরণের মিল রয়েছে।

ঘ উদ্দীপক ও ‘একতান’ কবিতার আলোকে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

‘একতান’ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের সাহিত্যজীবনের অসম্পূর্ণতার কথা বলেছেন। বিচিত্র এ পৃথিবীর অতি সামান্যই কবি জানতে পেরেছেন। তাই তিনি কবিতাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

সম্পদ কুড়িয়ে আনেন। তারপর কাব্য-সংগীতের ক্ষেত্রে কবি যে স্বরসাধনা করেছেন তাতে ঘাটিত হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে কবি ব্রাত্য মানুষের পাড়ায় ক্ষণিকের জন্যে উঁকি দিয়েছেন, কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতার কারণে তাদেরকে সাহিত্যে ঠিকভাবে স্থান দিতে পারেননি।

কবিতার এই মর্মবাণীর কিছু দিক উদ্দীপকে খুঁজে পাওয়া যায়। যদিও ‘সাম্যবাদী’ কবিতার সমগ্র দিক উদ্দীপকে মেলে না, তবুও কবিতার মর্মবাণীর প্রধান দিক গ্রন্থ পাঠে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা ও তার অসম্পূর্ণতা উদ্দীপকেও বর্ণিত হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখানো হয়েছে স্বরবর্ণ ব্যতীত শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ শিখে জ্ঞান আহরণ সম্ভব নয়। ব্যঞ্জনবর্ণ পরতত্ত্ব আলোচনায় মত্ত না হয়ে স্বরবর্ণের পাঠ নেওয়া প্রয়োজন। ‘একতান’ কবিতাতেও সে কথাই ফুটে উঠেছে। শুধু উচ্চ শ্রেণির মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করলেই চলবে না, ব্রাত্য জনতাদের নিয়েও সাহিত্য রচনা করতে হবে, তবেই সাহিত্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে সবার সম্পর্কে সমান ধারণা থাকতে হবে। ‘একতান’ কবিতায় যে মর্মবাণী, উদ্দীপকের মর্মবাণীতে সে সত্যের পরিচয় রয়েছে। যদিও উদ্দীপকে কিছুটা ধর্মতত্ত্বের আড়ালে কথাগুলো বলা হয়েছে। এ কারণে মন্তব্যটি নিঃসন্দেহে যথার্থ।

প্রশ্ন ১০ বহু দিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে

বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দু’পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপর
একটি শিশির বিন্দু। *[ঘ. বো. ১৬। প্রশ্ন নম্বর-৫]*

- ক. ‘একতান’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত? ১
খ. ‘একতান’ কবিতায় কবি জ্ঞানের দীনতা অনুভব করেছেন কেন? ২
গ. উদ্দীপকের সাথে ‘একতান’ কবিতার কী বৈসাদৃশ্য আছে লেখো। ৩
ঘ. “উদ্দীপক ও ‘একতান’ কবিতায় নিকটকে দূরে ও দূরকে নিকট করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।”— ব্যাখ্যা করো। ৪

১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক ‘একতান’ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘জন্মদিনে’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।

খ বিশাল বিশ্বের আয়োজনের তুলনায় মানুষের জানার সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে কবি জ্ঞানের দীনতা অনুভব করেছেন।

‘একতান’ কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছেন, পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য— কত নদী, সিন্ধু, গিরি, মরু। এই বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সময়ের প্রবাহে তৈরি হয়েছে মানুষের কত না কীর্তি। বিশ্বের এই বিপুল আয়োজন সম্পর্কে একজন ব্যক্তির পক্ষে খুব সামান্যই জানা সম্ভব। এমন উপলব্ধি থেকেই তিনি তাঁর জ্ঞানের দীনতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন প্রশ্নোক্ত চরণটিতে।

গ সৃজনশীল প্রশ্নের ৬(গ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ উদ্দীপক ও ‘একতান’ কবিতায় নিকটকে দূরে ও দূরকে নিকটে করার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে— মন্তব্যটি অনেকাংশে সত্য।

‘একতান’ কবিতায় বিশাল বিশ্ব সম্পর্কে জানার এক অভিনব প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর এই আগ্রহে দূরত্ব কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। আর তাই কবি বিশাল বিশ্বের আয়োজনকে নিজ চোখে না দেখতে পারলেও ভ্রমণবৃত্তান্ত ও চিত্রময় বর্ণনার বাণী থেকে সেই দূর অজানাকে জানতে চেয়েছেন।

উদ্দীপকে দূরকে নিকটে প্রত্যাশা করা হয়েছে। কবি বহুদিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে, বহু ব্যয় করে নানা দেশের সমুদ্র-পর্বত দেখতে গিয়েছেন। কিন্তু সেটা করতে গিয়ে মনের তাজাতেই নিকটকে অবহেলা করে গেছেন। এক পর্যায়ে তাঁর উপলব্ধি জন্মে যে, বাড়ির পাশের ধানের শিষের ডগায় লেগে থাকা শিশিরবিন্দুর অপার সৌন্দর্য তিনি দেখতে পাননি। কবি তাই একে নতুন করে দেখতে চান। 'একতান' কবিতায়ও কবি নিকট ও দূরকে সমান গুরুত্বের সাথে দেখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

'একতান' একটি আত্মসমালোচনামূলক কবিতা। এ কবিতায় কবি নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। সেখানে তিনি আভিজাত্যপূর্ণ জীবনের কারণে যেসব মানুষের কাছ থেকে দূরে ছিলেন তাদেরকেই আপন করে নিতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, সেসব উপেক্ষিত জনমানুষেরও সাহিত্যের ঐক্যতানসভায় স্থান পাওয়ার কথা। শুধু তাই নয়, নিজের জ্ঞানার সীমাবদ্ধতাকে পূরণ করতে দূরের অদেখা ও অজানা বিষয়কেও জানতে চেয়েছেন তিনি। এভাবে দূরকে নিকট করার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপক ও কবিতাটিতে যত সহজভাবে প্রকাশ করা হয়েছে নিকটকে দূর করার বিষয় ততটা স্পষ্ট নয়। যদিও নিকট ও দূর উভয়ের প্রতিই কবিত্বের ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে। সেদিক বিবেচনায় উদ্দীপকের মন্তব্যটি আংশিক সত্য।

প্রশ্ন ১১ সাহিত্য মানব জীবনের দর্পণ স্বরূপ। সাহিত্যের শৈল্পিক দর্পণে মানব জীবনের দ্বিবিধ দিকের স্বরূপ ফুটে ওঠে। সাহিত্যিককে একই সঙ্গে মানুষের জীবনের বহির্জগৎ ও অন্তরজগতকে উপস্থাপন করতে হয়। যখন সাহিত্যে ব্যক্তির বহির্জগতের আচরণকে অন্তরজগতের ভাবনারাজি দিয়ে প্রেরণার্থক করা হয়; কখনই তা হয়ে ওঠে জীবন ঘনিষ্ঠ। কখনও লেখকের আর্থ-সামাজিক অবস্থান সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ হবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; তখন বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হলেও জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

[জয়পুরহাট পার্লস ক্যাডেট কলেজ। প্রশ্ন নম্বর-৬/]

- ক. 'ভিক্ষালব্ধ' ধন' কী? ১
- খ. 'সংকীর্ণ বাতায়ন' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২
- গ. উদ্দীপকে বিধৃত বিষয়বস্তুর সাথে 'একতান' কবিতায় কবির জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'জীবন ঘনিষ্ঠ-সাহিত্যই কালাতীন হয়।' উক্তিটি উদ্দীপক ও 'একতান' কবিতার বিষয়বস্তুর আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

১১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ভিক্ষালব্ধ' ধন হচ্ছে নানা সূত্র থেকে আহরিত জ্ঞান যা দ্বারা কবি নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

খ 'সংকীর্ণ বাতায়ন' বলতে কবির সংকীর্ণ জ্ঞানালা দিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনকে দেখতে না পারার আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছে।

সমাজের উচ্চ মঞ্চে আসন গ্রহণ করায় কবি সম্মানবঞ্চিত প্রত্যজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি বৃহত্তর জনজীবনকে যথার্থভাবে দেখতে পারেননি। ফলে প্রান্তিক মানুষের সাথে তিনি একাত্ম হতে পারেনি। 'সংকীর্ণ বাতায়নের' মধ্য দিয়েই কবির সীমাবদ্ধতার দিকটিই খেদের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে।

গ উদ্দীপকে বিবৃত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতার সাথে 'একতান' কবিতায় কবির জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

'একতান' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে কবি জীবনের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা। বিশাল বিশ্বের সকল মানুষের কথা তাঁর শিল্পকর্মে যথার্থভাবে ঠাঁই পায়নি। নানাভাবে তিনি চিত্রময় বর্ণনার বাণী আহরণ করেছেন। কিন্তু তা কৃত্রিমতাপূর্ণ। সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসায় সকল স্তরের মানুষের মনের কথা তিনি শিল্প-সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তিনি এই প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে মাটির কাছাকাছি অবস্থানরত গণমানুষের কবির আগমন প্রত্যাশা করেছেন।

উদ্দীপকে জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতার জন্য লেখকের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে উল্লেখ করা হয়েছে। সাহিত্যে মানবজীবনের সর্বত্র দিকের স্বরূপ ফুটে ওঠার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসে নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনচিত্রকে অনুধাবন করতে না পারার সাথে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতাটির সাদৃশ্য রয়েছে। একইভাবে আলোচ্য কবিতায় কবি নিজে প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে মাটির কাছাকাছি কবির প্রত্যাশা করেছে যা উদ্দীপকে ফুটে ওঠেনি। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের প্রতিবন্ধকতার সাথে 'একতান' কবিতার কবির জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির প্রতিবন্ধকতার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

ঘ 'জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্যই কালাতীন হয়।' উক্তিটি উদ্দীপক ও 'একতান' কবিতার আলোকে যথার্থ।

'একতান' কবিতায় কবির মতে, প্রান্তিক মানুষকে সাহিত্যে স্থান দিতে পারলেই শিল্প-সাধনার পূর্ণতা পায়। কবি সকল শ্রেণি পেশার মানুষের হৃদয়ের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারেনি। তাঁর শিল্প-সাহিত্যে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সুখ-দুঃখ ফুটে উঠেনি। সেজন্য তিনি মাটির কাছাকাছি কবির কথা বলেছেন যার সাহিত্যে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবন চিত্র ঠাঁই পাবে। তা না হলে জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হবে না যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উদ্দীপকে সাহিত্যকে মানব জীবনের দর্পণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেখানে মানব জীবনের সব ধরনের বৈচিত্র্যতা ফুটে ওঠে। এই সাহিত্য যদি অন্তরজগতকে নাড়াই না দিতে পারে তবে তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়। লেখক কখনও সমাজের উপরের অবস্থানে থাকায় সাধারণ মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারে না। যাতে করে বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হলেও তা জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে অমর খ্যাতি লাভ করতে ব্যর্থ হয়। যা আলোচ্য কবিতায় জীবন ঘনিষ্ঠ সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির স্মরণীয় খ্যাতি পাওয়ার সাথে মিলে যায়।

আলোচ্য কবিতায় বলা হয়েছে সমাজের প্রান্তিক মানুষকে উপেক্ষা করে জীবন ঘনিষ্ঠ সাহিত্য রচনা সম্ভব নয়। সম্মানবঞ্চিত নিম্নস্তরের মানুষকেও যদি সাহিত্যে স্থান দেওয়া যায় তবেই তা জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে খ্যাতি লাভ করে। উদ্দীপকেও একইভাবে সবস্তরের মানুষের সাহিত্যে স্থান নিয়ে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির কথাই ব্যক্ত হয়েছে। যা পরবর্তীতে কালের অতীতেও স্মরণীয় হয়ে থাকে। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপক ও 'একতান' কবিতার আলোকে প্রশ্নোত্তর উক্তিটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১২ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। ১৯৫৩ সালে শহীদ দিবস উদযাপন করতে গিয়ে তখনকার প্রগতিশীল কর্মীরা কালো পতাকা উত্তোলন, নগ্নপদে প্রভাতফেরি, শহিদদের কবরে ও শহিদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, প্রভাতফেরিতে সমবেত কণ্ঠে একুশের গান পরিবেশন ইত্যাদি কর্মসূচি পালন করেন। সেই থেকে এসব কর্মসূচি বাঙালির জাতীয় চেতনার নবজাগরণের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন হচ্ছে সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের একটি ভাষারূপে ব্যবহারের দাবি নতুন প্রজন্মের।

[ডিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৪/]

- ক. 'উদবারি' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. 'প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের 'বাংলা ভাষা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'একতান' কবিতার বিষয়বস্তুর সঙ্গে কীভাবে সম্পৃক্ত আলোচনা করো। ৩
- ঘ. 'এসো কবি অখ্যাত জনের নির্বাক মনের'— বিশ্বসভায় বাঙালির আমন্ত্রণ বিশ্বকবির ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন— সপক্ষে তোমার যুক্তি দেখাও। ৪

১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'উদবারি' শব্দের অর্থ উপরে বা উর্ধ্বে প্রকাশ করে দাও।

প্রশ্নোক্ত চরণটির দ্বারা কবিদের জীবনের বিচিত্র অনুভব ও অভিজ্ঞতা তাঁদের রচনায় নানাভাবে প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে।

কবিগণ তাঁদের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে কবিতা রচনা করেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁদের প্রত্যেকের কবিতা বা সাহিত্যকর্ম স্বতন্ত্র ভাব ও ভাষায় সমৃদ্ধ হয়। এই স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঐক্যতান স্রোতকেও বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর করে তোলে। আলোচ্য চরণটিতে কবিগণের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার নান্দনিক প্রকাশের দিকটিই ফুটে উঠেছে।

৭ নিজের কর্মকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে উদ্দীপকের 'বাংলা ভাষা' 'ঐক্যতান' কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত।

উদ্ভূত কবিতায় ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর মানব জীবনধারার ঐক্যতান সৃষ্টি না করতে পারলে সাহিত্য ব্যর্থ হয় বলে কবি মনে করেন। তাই সাহিত্যকে তিনি ছড়িয়ে দিতে চান সমাজের সব মানুষের কাছে।

উদ্দীপকে বাংলা ভাষাকে জাতিসংঘের একটি ভাষারূপে ব্যবহারের দাবি জানায় নতুন প্রজন্ম। তারা চায় বাংলা ভাষার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে পড়ুক পৃথিবীর সবখানে। সবাই এ ভাষার রস আন্বাদন করতে পারুক। এই বোধ উক্ত কবিতায় কবির মনোভাবের সাথে সম্পৃক্ত। তাই এই দিক থেকে বাংলা ভাষা ঐক্যতান কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত।

৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনাগত কবিকে আহ্বান করেছেন অখ্যাত মানুষকেও সাহিত্যে জায়গা দিতে।

উক্ত কবিতায় কবি সাহিত্যকে সব মানুষের অংশগ্রহণের জায়গা বলে অভিহিত করেছেন। সমাজের সব শ্রেণির মানুষকে নিয়েই যেন তৈরি হয় সাহিত্য। এভাবে সাহিত্য যেন দেশ থেকে বিশ্ব ছড়িয়ে পড়ে।

উদ্দীপকে বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার একটি চেষ্টার প্রতিফলন দেখা যায়। সেখানে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির কথা বলা হয়েছে। একুশের নানা কার্যাবলির মাধ্যমে প্রকাশ পায় শহিদদের প্রতি ও বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের ভালোবাসা।

উদ্দীপকের বিষয়বস্তু কবিতার প্রেক্ষাপটের সাথে পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ না হলেও নিজ ভাষাকে অন্য দেশে তথা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি আমাদের ভাবায়। কবি যেমন সাহিত্যকে অখ্যাত জনের নির্বাক মনের ভাব প্রকাশের হাতিয়ার করতে চান, তেমনি উদ্দীপকেও বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে চান। তাই বলা যায়, 'এসো কবি অখ্যাত জনের নির্বাক মনের'— বিশ্বসভায় বাঙালির আমন্ত্রণ বিশ্বকবির ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন— মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন ১৩ "নমি আমি প্রতিজনে, আদ্বিজ-চণ্ডাল,

প্রভু, ক্লীতদাস!

সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু;

সমগ্রে প্রকাশ!

নমি কৃষি-তরুণী, স্থপতি, তক্ষক,

কর্ম-চর্মকার।

[বি এ এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৬]

ক. 'ঐক্যতান' কবিতাটি কোন কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? ১

খ. 'যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী, কুড়াইয়া আনি'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকটি 'ঐক্যতান' কবিতার কোন দিকটির প্রতিনিধিত্ব করে? আলোচনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'ঐক্যতান' কবিতার মর্মার্থ বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'ঐক্যতান' শব্দের অর্থ—সমস্বর।

খ. কবি তাঁর সাহিত্যভাণ্ডার তথা কবিতাকে সমৃদ্ধশালী করতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ কুড়িয়ে আনার কথা অকপটে প্রশ্নোক্ত চরণে প্রকাশ করেছেন।

পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে নানা বৈচিত্র্য— কত নদী, সিন্ধু, গিরি ও মরু। কবিগণ পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য ও তাঁদের আপন আপন জীবনভিত্তিক সমন্বয়ে কবিতা রচনা করেন। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁদের

তাঁদের প্রত্যেকের কবিতা বা সাহিত্যকর্ম স্বতন্ত্র ভাব ও বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়। এই স্বতন্ত্র প্রকৃতির ঐক্যতানস্রোতকেও বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর করে তোলে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অকপণভাবে পৃথিবীর সর্বত্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের সম্পদ কুড়িয়ে এনে তাঁর সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করেন, যা প্রশ্নোক্ত চরণটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

গ. উদ্দীপকটি 'ঐক্যতান' কবিতার শ্রমজীবী মানুষ ও তাঁদের বিচিত্র কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

'ঐক্যতান' কবিতায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি তাঁর সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন এই বিরাট পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা ও অধরা রয়ে গেছে। তিনি এও লক্ষ করেছেন— যে শ্রমজীবী মানুষের বিচিত্র কর্মভারে জগৎ-সংসার পরিচালিত হচ্ছে, তারাই তাঁর সৃষ্টিকর্মে অনেকাংশে উপেক্ষিত থেকে গেছে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে শ্রমজীবী মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। কবি এখানে বিনম্রচিত্তে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির উপেক্ষিত জনতার প্রতি প্রণতি জানিয়েছেন। কেননা ব্রাত্যজন হিসেবে চিহ্নিত এ সকল মেহনতি মানুষের অবদানেই মানবসমাজের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে। তাদের শ্রমে ও ঘামে আজও সভ্যতার চাকা গতিশীল। এমনকি আমাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল দ্রব্যের মূল উৎপাদক তারা। উদ্দীপকের মানবদরদি কবির মতো 'ঐক্যতান' কবিতার কবি তাঁর সাহিত্যে এ শ্রেণির মানুষকে যথার্থ স্থান দিতে পারেননি। তাই নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়ে তাদের অবদানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন তিনি। এছাড়া তাদের জীবন-যন্ত্রণার কথকতাকে বাণীবরূপে দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে মহৎ কবির আবাহন করেছেন কবি। তাঁর বিশ্বাস, অনাগত সে কবি শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে সত্য ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন আত্মীয়তার বন্ধন। এভাবে উদ্দীপকটি 'ঐক্যতান' কবিতার বিধৃত শ্রমজীবী মানুষের অবদানকে সক্রিয়ভাবে তুলে ধরার দিক থেকে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. 'ঐক্যতান' কবিতায় যুগপৎ কবি তার নিজের এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা উন্মোচনের পাশাপাশি শ্রমজীবী মানুষের অবদানের দিকটিকেও বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

'ঐক্যতান' কবিতায় জীবন সায়াহ্নে এসে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবনের সাহিত্য সাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন সমাজ বাস্তবতার নিরিখে। এ কবিতায় অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি। আর তা করতে গিয়ে তাঁর সাহিত্যে সমাজের বৃহত্তর অংশ হিসেবে শ্রমজীবীদের যথার্থ স্থান দিতে পারেননি বলে আক্ষেপ করেছেন তিনি।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি বিনম্রচিত্তে শ্রমজীবীদের অবদান ভূমিকাকে স্মরণ করেছেন। তাদের বিচিত্র কর্মভারে সভ্যতার চাকা গতিশীল। তাদের অবদানেই আমরা সুখী ও সমৃদ্ধ জীবন-যাপন করতে পারছি। আলোচ্য কবিতাংশে সমাজ সচেতন কবি তাই শ্রমজীবীদের বন্দনা করেছেন কৃতজ্ঞতাভরে। 'ঐক্যতান' কবিতার পটভূমিতেও কবি অবহেলিত শ্রমজীবীদের অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের জীবনযাত্রাকে তুলে ধরতে অনাগত মৃত্তিকা-সংলগ্ন কবির আবাহন করেছেন।

'ঐক্যতান' কবিতায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নিজের জ্ঞানের দীনতা উপলব্ধি করেছেন কবি। নানা দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও চিত্রময় বর্ণনার বাণী ভিক্ষালব্ধ ধনের মতো সযত্নে আহরণ করে নিজের কাব্যভাণ্ডারকে পূর্ণ করেছেন তিনি। তবু তিনি বৃহত্তর জনজীবনের সর্বত্র প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাননি। নানা পেশাজীবীর বিচিত্র কর্মভারে জগৎ-সংসার চালিত হচ্ছে। কিন্তু সমাজের উচ্চ মঞ্চে আসীন হওয়ায় বৃহত্তর জীবনধারার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। তাই নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েই তিনি ভবিষ্যতের সেই মহৎ কবির আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছেন। যিনি সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হবেন। তাদের জীবন যাতনাকে তুলে ধরে সত্য ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন আত্মীয়তার বন্ধন। উদ্দীপকের কবিতাংশের রচয়িতাও তেমনি একজন জনমানুষের কবি। আলোচ্য কবিতাংশে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করে তিনি দলিত ও উপেক্ষিত কর্মজীবীদের বন্দনা করেছেন, যা 'ঐক্যতান' কবিতার মূলভাব বা মর্মার্থ।

২৪। ১৪ (i) বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর
সবার আমি ছাত্র,
নানানভাবে নতুন জিনিস
শিখছি দিবারাত্র।

(ii) তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সজীভের কুসুম ফুটায়....।

[উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা। এপ্রিল নম্বর-৫]

- ক. 'ঐকতান' কবিতায় কবি কোন নিন্দার কথা মেনে নেন? ১
খ. 'এসো কবি অখ্যাতজনের নির্বাক মনের।'— নির্বাক মনের
কবি আহুত হচ্ছেন কেন? ২
গ. 'ঐকতান' কবিতার সাথে উদ্দীপকদ্বয়ের প্রাসঙ্গিক দিকটি
ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. "উদ্দীপকদ্বয় 'ঐকতান' কবিতার আংশিক ভাবে ধারণ
করে।"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'ঐকতান' কবিতায় কবি নিজের সুরের অপূর্ণতার নিন্দার কথা মেনে
নেন।

খ. সমাজের অবহেলিত মানুষদের জীবনচরণকে সাহিত্যে তুলে ধরার
উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অখ্যাতজনের কবিকে আহ্বান করেছেন।
'ঐকতান' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজের অপূর্ণতার কথা অকপটে
স্বীকার করেছেন। সমাজের অবহেলিত মানুষদের কথা তাঁর সাহিত্যে বেশি
পাওয়া যায় না। তাই অবহেলিত এসব মানুষের অবদানকে স্বীকার করে
নিয়ে তিনি সেই অনাগত কবিকে আহ্বান করেছেন, যিনি অখ্যাত মানুষের
জীবন যন্ত্রণাকে তুলে ধরতে সমর্থ হবেন।

গ. 'ঐকতান' কবিতায় বর্ণিত বিশ্ব প্রকৃতিতে যে অনেক কিছু শেখার
রয়েছে সে বিষয়টি উদ্দীপকের সাথে প্রাসঙ্গিক।

'ঐকতান' কবিতায় কবি উপলব্ধি করেছেন যে, এই বিরাট পৃথিবীর
জ্ঞানভাণ্ডার থেকে খুবই অল্প পরিমাণ জ্ঞান তিনি আহরণ করেছেন। তিনি
বুঝতে পেরেছেন যে, এই বিশাল পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা রয়ে
গেছে। উদ্দীপকের কবিও প্রকৃতি থেকে প্রতিনিয়তই শিক্ষা নিচ্ছেন।

উদ্দীপকে দেখা যায় যে, কবি বিশ্বকে পাঠশালা আর নিজেকে সেই
পাঠশালার ছাত্র মনে করেন। সেই পাঠশালায় কবি প্রতিনিয়তই নতুন নতুন
জিনিস শিখছেন। তবুও তার শেখা শেষ হয় না। 'ঐকতান' কবিতায়ও কবি
অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া এ
কবিতায় কবি অনাগত ভবিষ্যতের জন্য তার মহৎ সৃষ্টিকর্ম রেখে যাওয়ার
কথা বলেছেন যা উদ্দীপকের দ্বিতীয় স্তবকের সাথে প্রাসঙ্গিক।

ঘ. উদ্দীপকদ্বয় 'ঐকতান' কবিতার কবির জ্ঞানের অপূর্ণতাকে নির্দেশ
করে যা আলোচ্য কবিতার আংশিক ভাব।

'ঐকতান' কবিতায় কবি শেষ জীবনে এসে তার সাহিত্য জীবনের সাফল্য
ও ব্যর্থতার হিসাব করেছেন। এ কবিতায় কবি সাধারণ জনজীবনকে নিজ
সাহিত্যকর্মে যথাযথভাবে তুলে ধরতে পারেননি বলে অকপটে
আত্মসমালোচনা করেছেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বিশ্ব এক জ্ঞানের পাঠশালা। এই পাঠশালা থেকে
আমরা প্রতিনিয়তই শিক্ষা নিচ্ছি। তবুও আমাদের শিক্ষার অপূর্ণতা রয়ে
যায়। কেননা বিশ্বপ্রকৃতি থেকে আরও অনেক কিছু শেখার রয়েছে।
'ঐকতান' কবিতায়ও কবি বলেছেন এই পৃথিবীর অনেক কিছুই তাঁর অজানা
ও অদেখা রয়ে গিয়েছে। বিশ্বের বিশাল আয়োজনে তার মনজুড়ে ছিল
কেবল ছোট একটি কোণ। জ্ঞানের দীনতার কারণেই নানা দেশের বিচিত্র
অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন গ্রন্থের চিত্রময় বর্ণনার বাণী কবি ডিঙ্কালশ্ব ধনের মতো
সযত্নে আহরণ করে নিজের কাব্যভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন।

'ঐকতান' কবিতায় কবির নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত
করেছেন। কবি বিপুল এ পৃথিবীর সর্বত্র প্রবেশের দ্বার খুঁজে পাননি।
অনেক কিছুই তাঁর অজানা, অধরা রয়ে গেছে। উদ্দীপকেও এ বিষয়টি

ফুটে উঠেছে। তবে কবিতার বিষয়বস্তু আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ
কবিতায় কবি উপলব্ধি করেছেন ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর মানবজীবন
ধারার ঐকতান সৃষ্টি না করতে পারলে শিল্পীর গানের পসরা তখন
সৃষ্টিসম্ভার কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হবে। এছাড়া জীবন সায়াহ্নে কবি
অনাগত ভবিষ্যতের মৃত্তিকা সংলগ্ন মহৎ কবির আবির্ভাব প্রত্যাশা করেছেন
যিনি শ্রমজীবী মানুষের অংশীদার হয়ে সত্য ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন
আত্মীয়তার বন্ধন। উদ্দীপকে এ বিষয়গুলো প্রকাশ পায়নি। সুতরাং বলা
যায়, উদ্দীপকদ্বয় 'ঐকতান' কবিতার পুরোভাবকে নয়, বরং আংশিক
ভাবকে ধারণ করে।

২৫। প্রতীক রায় ইতোমধ্যে সমসাময়িক প্রতিভাবান লেখকদের
সারিতে নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে পাঠকের
হৃদয় জয় করেছেন। তার নিজ গ্রামের পাশেই সাঁওতালী গ্রাম। সাঁওতালদের
তিনি দূর থেকে দেখেছেন। পালা-পার্বণে নাচগান শুনছেন কিন্তু একেবারে
কাছে থেকে দেখা হয় নি। সাঁওতাল কিশোর নিধু ঠুড়ুর সাথে তার অনেক
ভাব হলো। সাঁওতালী ভাষাও কিছুটা আয়ত্ত করে ফেললেন। প্রতীক রায়ের
এবারের প্রবন্ধের শিরোনাম 'সাঁওতালী জীবনধারা'। সমাজের প্রান্তিক
মানুষগুলোকে সাহিত্যে জীবন্ত করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর তুলনা মেলা
ভার।

[শহীদ পুর্নিপ স্মৃতি কলেজ, ঢাকা। এপ্রিল নম্বর-৫]

- ক. 'ঐকতান' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের কত
সংখ্য কবিতা? ১
খ. 'এসো কবি অখ্যাতজনের/নির্বাক মনের'— বলতে কবি কী
বোঝাতে চেয়েছেন? ২
গ. উদ্দীপকের প্রতীক রায়ের ভাবনার সাথে 'ঐকতান' কবিতার
প্রেক্ষাপট কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ? আলোচনা করো। ৩
ঘ. "প্রতীক রায় লেখনীর প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের সাথে
মিশতে পারলেও 'ঐকতান' কবিতার কবির ক্ষেত্রে সেই
সৌভাগ্য হয়নি"— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. 'ঐকতান' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক
কবিতা।

খ. 'এসো কবি অখ্যাতজনের/নির্বাক মনের' দ্বারা কবি এমন এক অনাগত
মৃত্তিকা-সংলগ্ন কবির আবির্ভাব প্রত্যাশাকে বুঝিয়েছেন, যিনি নিম্নশ্রেণির
মানুষের মনের অব্যক্ত ভাবকে সাহিত্যে বাণীব্রূপ দান করবেন।

সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয়, তবে সাহিত্যিক হচ্ছেন সমাজ-দর্পণের
নির্মাণ। একেক জন কবি বা সাহিত্যিকের লেখায় সমাজের একেকটি দিক
উন্মোচিত হয়। কবি-জীবনের অন্তিম পর্বে পৌঁছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
পেছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর সাহিত্য সামাজ্যের বিচিত্র দিককে স্পর্শ
করলেও সব দিককে স্পর্শ করতে পারেনি। বিশেষত, শ্রমজীবী অস্ত্রজ
শ্রেণির মানুষের জীবন উপাখ্যান ঠিক সেভাবে আসেনি তাঁর সাহিত্যকর্মে। এ
কারণে তিনি এমন এক কবির আগমন কামনা করেছেন, যার মাটির
কাছাকাছি বসবাস। মহৎ সাহিত্য-প্রতিভা বলে এই অনাগত কবি শ্রমজীবী
ও নিম্নবর্ণের মানুষকে সাহিত্যে তুলে ধরবেন। তাদের না-বলা কথা সাহিত্য
আজিতে প্রকাশ করবেন।

গ. সমাজের প্রান্তিক মানুষদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরায় প্রতীক রায়ের
ভাবনার সাথে 'ঐকতান' কবিতার কবির ভাবনা পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

কবিতায় কবি অকপটে স্বীকার করেছেন, তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে প্রান্তিক
মানুষের কথা তুলে ধরতে পারেননি। তাঁর কাব্যবিষয় বিচিত্রগামী হলেও
সর্বত্রগামী হয়নি। কবি উপলব্ধি করেছেন, এই বিপুল পৃথিবীর অনেক
কিছুই তাঁর অজানা ও অদেখা রয়ে গেছে। বিশেষ করে চাষী, তাঁতি, জেলে
প্রভৃতি শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষদের জীবনচিত্র তিনি কাব্য বিষয় হিসেবে তুলে
আনতে পারেননি। এই অপারগতা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন কবি
তাই এমন একজন মহৎ কবির আবির্ভাব কামনা করেছেন, যিনি প্রান্তিক
মানুষের কথা সাহিত্যে আজিকে ফুটিয়ে তুলবেন। তিনি হবেন মৃত্তিকাসংলগ্ন
অখ্যাতজনের কবি অর্থাৎ তিনি অখ্যাত মানুষের জীবন ও অব্যক্ত মর্মবেদনা
সাহিত্যে তুলে ধরবেন।

উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রতিভাবান লেখক প্রতীক রায় সাহিত্যিক হিসেবে সুধী মহলে স্বীকৃতি ও খ্যাতি লাভ করলেও এক সময় 'ঐকতান' কবিতার কবির মতো তাঁর উপলব্ধি হয়, তিনি নিজ গ্রামের প্রান্তিক সম্প্রদায় সাঁওতালদের জীবন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে পাঠক হৃদয় জয় করলেও এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে ওঠেন। সাঁওতালদের সঙ্গে জীবনঘনিষ্ঠ হন এবং তাদের জীবনকে উপজীব্য করে প্রবন্ধ রচনা করেন। ভাবনাগত সাদৃশ্যের দিক হতে উদ্দীপকের প্রতীক রায় আলোচ্য কবিতার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিনিধিস্থানীয় বলা যায়। কবিতার কবি প্রান্তিক মানুষের জীবনকে সাহিত্যে স্থান করে দেওয়ার জন্য মৃত্তিকাসংলগ্ন 'অখ্যাতজনের কবির' আগমন প্রত্যাশা করেছেন। উদ্দীপকের কবি নিজেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের জীবনকে উপজীব্য করে লেখনী ধারণ করেছেন। তাই সমাজের প্রান্তিক মানুষদের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার প্রতীক রায়ের ভাবনার সাথে 'ঐকতান' কবিতার কবির ভাবনা পুরোপুরি সাদৃশ্যপূর্ণ।

২. "প্রতীক রায় লেখনীর প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে পারলেও 'ঐকতান' কবিতার কবির ক্ষেত্রে সেই সৌভাগ্য হয়নি।" কবিতার কবির অকপট স্বীকারোক্তির বিশ্লেষণে মন্তব্যটি যথার্থ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় বিচরণ করে এক সমৃদ্ধ ও বৃহৎ সাহিত্য ভান্ডার গড়ে তোলেন। দীর্ঘ জীবন পরিক্রমণের শেষপ্রান্তে এসে তিনি পিছন ফিরে তাকিয়ে সমগ্র জীবনের সাহিত্যসাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব খুঁজেছেন 'ঐকতান' কবিতায়। তিনি অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা স্বীকার করেছেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি অনুভব করেছেন, তাঁর লেখনী সামাজ্যের সবদিককে স্পর্শ করতে পারেনি। চাষি, তাঁতি, জেলে- এই সব শ্রমজীবী, হতদরিদ্র ও অপাঙ্ক্তেয় মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সামাজ্যের উচ্চ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে যে জীবন ও জগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা ছিলো খণ্ডিত তথা অপূর্ণ।

উদ্দীপকের প্রতীক রায় এক জন প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক। প্রবন্ধ রচনা করে তিনি ইতোমধ্যে পাঠকের হৃদয় জয় করেছেন। হঠাৎ তাঁর উপলব্ধি হয় তিনি তাঁর নিজ গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের সঙ্গে মেশেননি। এই সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে তিনি সাঁওতাল পল্লিতে যান। সাঁওতালি ভাষা রপ্ত করেন এবং তাদের জীবন ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। পরবর্তীতে 'সাঁওতাল জীবনধারা' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে নিজের অপূর্ণতা দূর করেন।

উদ্দীপকের প্রতীক রায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের সঙ্গে মিশলেও আলোচ্য কবিতার কবি সে সুযোগ পাননি। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের শেষপর্বে এসে তাঁর সীমাবদ্ধতার কথা উপলব্ধি করেন। এই সীমাবদ্ধতা লেখনীর মাধ্যমে প্রান্তিক মানুষের কথা না বলতে পারার সীমাবদ্ধতা। উল্লেখ্য, কবি কলকাতার এক ধনাঢ্য জমিদার পরিবারের জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেও আংশিকভাবে পারিবারিক জমিদারি পরিচালনা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এই বংশ ও পেশাগত পরিচয় তাঁকে প্রান্তিক মানুষ থেকে স্বভাবতই দূরে সরিয়ে রেখেছে। তাই তাঁর বিশাল সাহিত্যকর্মে নিম্নবর্ণের অপাঙ্ক্তেয় মানুষদের কথা তেমনভাবে আসেনি। অপরদিকে, উদ্দীপকের প্রতীক রায় সাঁওতালদের জীবন ঘনিষ্ঠ হয়েছেন এবং তাদের জীবনকে উপজীব্য করে লেখনী ধারণ করেছেন। তাই "প্রতীক রায় লেখনীর প্রয়োজনে সাধারণ মানুষের সাথে মিশতে পারলেও 'ঐকতান' কবিতার কবির ক্ষেত্রে সেই সৌভাগ্য হয়নি"— মন্তব্যটি যৌক্তিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন ১৬. এ সময়ের উল্লেখযোগ্য কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস উঠে এসেছেন একেবারে নিম্নবর্ণীয় জেলে সম্প্রদায় থেকে। কাজেই জেলেদের জীবন-বাস্তবতাকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন একেবারে ভেতর থেকে। এই জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতাই তার সাহিত্যকে করেছে স্বাস্থ্য। তাঁর সাহিত্যকর্মে তাই খুঁজে পাওয়া যায় নিম্নবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ আর ব্যথা-বেদনার কথা। তাঁর সাহিত্যকর্মে তাই মনে হয় বাস্তবতার মাটি ঘেঁষা এক জীবন্ত কাহিনি কথা।

/কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ঢাকা। প্রশ্ন নম্বর-৬/

- ক. কবি কী কুড়িয়ে আনেন? ১
- খ. 'অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।'— উক্তিটি বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'ঐকতান' কবিতার ভাবগত সাদৃশ্যগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা— উদ্দীপক ও 'ঐকতান' কবিতার আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

১৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

- ক. কবি চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়িয়ে আনেন।
- খ. সৃজনশীল প্রশ্নের চ(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।
- গ. উদ্দীপকের সাথে 'ঐকতান' কবিতার অবহেলিত হতদরিদ্র শ্রেণিকে মূল্যায়ন করে সাহিত্যে স্থান দেওয়ার ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে।
'ঐকতান' কবিতায় সমাজের অখ্যাত শ্রমজীবী শ্রেণিকে উপযুক্ত সম্মান দেওয়ার দাবি করা হয়েছে। তারা উপেক্ষিত থাকে বলে কবি তাদেরকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে সাহিত্য ভান্ডারকে পূর্ণতা দানের গুরুত্ব দিয়েছেন। উদ্দীপকে আলোচ্য কবিতার কবির সেই প্রত্যাশা পূরণ করা হয়েছে।
উদ্দীপকের কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস উঠে এসেছেন নিম্নবর্ণীয় জেলে সম্প্রদায় থেকে। তাই তিনি জেলেদের জীবন বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকেই। সেই জীবন দর্শন তাঁকে প্রভাবিত করেছে। এজন্য তাঁর সাহিত্যকর্মে নিম্নবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ ও ব্যথা-বেদনার কথা খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর সাহিত্যকর্মে তাই বাস্তবতার মাটি ঘেঁষা এক জীবন্ত কাহিনি বলে মনে হয়। 'ঐকতান' কবিতার কবি এমন সাহিত্যকর্ম সৃষ্টির প্রয়াসী। তিনি আক্ষেপ করেন তার সাহিত্যে অন্ত্যজ শ্রেণির দুঃখ-ব্যথা উঠে আসেনি। তাই সে সাহিত্য রয়ে গেছে অপূর্ণ। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কবি এই অমোঘ সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। কবি মনে করেন তিনি এই পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করতে পারেননি। চাষি, তাঁতি, জেলে এসব শ্রমজীবী মানুষের ওপর ভর করেই জীবন সংসার চলে। কিন্তু এসব অপাঙ্ক্তেয় মানুষের কাছ থেকে তিনি অনেক দূরে অবস্থান করেছেন। কবি তাই এই ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহৎ জীবনের সম্মিলন ঘটিয়ে ঐকতান সৃষ্টি করে সাহিত্যকে সার্থক করার আহ্বান জানিয়েছেন। উদ্দীপকটি কবির এই আহ্বানের মূল্যায়ন করেছে।
- ঘ. জীবনে জীবন যোগ করা না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা। উদ্দীপক ও 'ঐকতান' কবিতার উক্তিটির উপযোগিতা উপস্থাপন করা হয়েছে।

'ঐকতান' কবিতায় ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহৎ জীবনে সংযোগ ঘটানোর গুরুত্ব বর্ণনা করেছেন। এই সংযোগ না ঘটলে যে সাহিত্য অপূর্ণ থাকে সে বিষয়টিও কবি তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকটি কবির এই গুরুত্ব উপলব্ধি করে ক্ষুদ্র জীবনের সফল রূপায়ণ করেছে সাহিত্যে।

উদ্দীপকে সমাজের নিম্নশ্রেণির মানুষদের নিয়ে সাহিত্যকর্ম রচনা করা হয়েছে। কথাসাহিত্যিক হরিশংকর জলদাস এই ক্ষুদ্র জীবনের মানুষের কথা সাহিত্যে তুলে এনেছেন। তিনি নিজেই যেহেতু নিম্নবর্ণীয় জেলে সম্প্রদায় থেকে উঠে এসেছেন, তাই তাদের দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। এই জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতাই তার সাহিত্যকে স্বাস্থ্য করেছে। তার সাহিত্যে নিম্নবিত্ত জীবনের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কথা তুলে ধরে বাস্তবতার মাটি ঘেঁষা এক জীবন্ত সাহিত্য রচনা করেছেন।

'ঐকতান' কবিতার কবি অকপটে নিজের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তিনি অনুভব করেছেন নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও ব্যর্থতার স্বরূপ। কবি বুঝতে চেয়েছেন বিশাল পৃথিবীর অনেক কিছুই তার অজানা ও অদেখা রয়ে গেছে। নানান দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন গ্রন্থের চিত্রময় বর্ণনার বাণী কবি যেন ভিক্ষালব্ধ ধনের মতোই সযত্নে আহরণ করেছেন। এগুলো দিয়েই তার কাব্য ভান্ডার তিনি পূর্ণ করেছেন। তবুও বিপুল এ পৃথিবীর সর্বত্র তিনি বিচরণ করতে

পারেননি। এ জীবন সংসার শুধু বিশেষ শ্রেণির মানুষের নয়। চাষি ক্ষেতে খল চষে, তাঁতি তাঁত বোনে। জেলে জাল ফেলে এসব শ্রমজীবী মানুষদের নিয়েই জীবন সংসার এগিয়ে চলে। কিন্তু কবি এসব শ্রমজীবী অপাঙ্ক্তেয় মানুষ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছেন। তিনি জমিদার পরিবারের উচ্চ মঞ্চে আসন গেড়েছিলেন। এই নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনের কথা তাঁর সাহিত্যে তাই সার্থকভাবে উঠে আসেনি। জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে কবি তাই নিজের সাহিত্যকে অপূর্ণ আখ্যায়িত করেছেন। কারণ কবি মনে করেন ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর মানব জীবনধারার ঐক্যতান সৃষ্টি না করতে পারলে সৃষ্টিকর্ম কৃত্রিমতায় পর্যবসিত হয়ে ব্যর্থ হয়। জীবন সায়াহ্নে এসে কবি তাই অনাগত ভবিষ্যতের সেই মৃত্তিকা সংলগ্ন মহৎ কবির প্রত্যাশা করেছেন। যিনি জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করে ব্যর্থতার হাত থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করবেন। উদ্দীপকের কথা সাহিত্যিক আলোচ্য কবিতার কবির এই প্রত্যাশিত ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর জীবনের যোগ ঘটানোর সাহিত্যিক বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ১৭ কবি জসীমউদ্দীনের লেখায় গ্রামবাংলার মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ফুটে উঠেছে। গ্রামবাংলার মানুষের নিদারুণ জীবন বাস্তবতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে। জীবনলব্ধ অভিজ্ঞতাই সম্ভারিত হয়েছে তাঁর সাহিত্যকর্মে। এজন্য তাঁর সৃষ্টিকর্ম কৃত্রিমতায় আড়ষ্ট না হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। *[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, বিইউএসএমএস, পাবতরীপুর, দিনাজপুর। প্রশ্ন নম্বর-৫।]*

- ক. 'ঐক্যতান' শব্দের অর্থ কী? ১
- খ. 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাজ্ঞাণের ধারে'— বুঝিয়ে লেখো। ২
- গ. উদ্দীপকের কবি জসীমউদ্দীন ও 'ঐক্যতান' কবিতার কবি রবীন্দ্রনাথের অবস্থানগত বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. 'কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা'— উদ্দীপক ও 'ঐক্যতান' কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ঐক্যতান' শব্দের অর্থ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্টি সুর।

খ 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাজ্ঞাণের ধারে'— মাঝেমধ্যে কবি ব্রাত্য মানুষের পাড়ায় ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিয়েছেন।

'ঐক্যতান' কবিতার কবি সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি প্রান্তিক মানুষের সাথে মিশতে পারেননি। এ মানুষেরা কবির জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই কবির কাছে প্রান্তিক মানুষের জীবনপ্রবাহ আলাদা পাড়া হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। একই সঙ্গে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাকুলতাও প্রকাশিত হয়েছে।

গ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যজীবনে হতদরিদ্র অপাঙ্ক্তেয় মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছেন।

দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমণের শেষপ্রান্তে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যকর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। সেখানে তিনি খুঁজে পান নানা ব্যর্থতা। অনেক সফলতার আড়ালে এই ব্যর্থতাগুলো তাকে অনেক কিছু বুঝতে সাহায্য করে। তিনি অনুধাবন করেন, তিনি নানা দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, চাকচিক্যময় বিষয়াদি নিয়েই সবসময় বাস্তব ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে এসে তিনি বুঝতে পারেন, শ্রমজীবী মানুষই আসলে জীবনসংসারের চালক। তিনি তাদের থেকে সবসময় দূরে অবস্থান করেছেন।

উদ্দীপকের কবি জসীমউদ্দীন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর লেখায় সবসময় ফুটে উঠেছে গ্রামবাংলার মানুষের কথা। অসহায় আর হতদরিদ্র মানুষের জীবন বাস্তবতা তিনি খুব কাছ থেকে উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর রচনায় কৃত্রিম চাকচিক্য নয় বরং জীবন্ত হয়ে উঠেছে একেবারে সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামের নানা দিক। এই জায়গাতেই রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর অবস্থানগত বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। দুইজনই কবি হিসেবে সুপরিচিত হলেও একজনের সাহিত্যিকর্মে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার মানুষের কথা, আরেক জনের কর্মে এই বিষয়টি ছিল গুরুত্বহীন। রবীন্দ্রনাথ তাদের থেকে অনেক দূরে সমাজের উচ্চ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছিলেন।

খ জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কৃত্রিম সাহিত্য নিঃসন্দেহে ব্যর্থ।

কবিতায় জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সাহিত্যসৃষ্টিকে কৃত্রিম বলে অভিহিত করা হয়েছে। কবি বলেছেন, যে কবিতা, যে গান জীবনের সঙ্গে জীবনের সংযোগ সাধন করতে পারেনা, তা প্রকৃত সাহিত্য নয়। এমন কৃত্রিমতা দোষে দুষ্ট সাহিত্য লক্ষ্যদ্রষ্ট হয়। কবি সবসময় কৃত্রিম চাকচিক্য আর নানা দেশের বৈচিত্র্যময় চিত্রের প্রতি গুরুভারোপ করেছেন। ফলে তার সৃষ্টিকর্মে সমাজের হতদরিদ্র জনসাধারণ কৃষক, শ্রমিক কারো স্থান হয়নি। তাই তাঁর সাহিত্যকর্ম যেন অনেকাংশই ব্যর্থ, কবি এমনটাই মনে করেন।

উদ্দীপকের কবি জসীমউদ্দীন তাঁর লেখায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষকে। তারা সবরকমের কৃত্রিমতা বর্জিত। তাদের জীবন সংগ্রাম কখনো শেষ হয় না। তাদের নিদারুণ জীবন বাস্তবতা সাহিত্যে উঠে আসলে সেই সাহিত্য হয়ে ওঠে জীবন্ত। এজন্যই কবি জসীমউদ্দীনের সকল সৃষ্টিকর্ম কৃত্রিমতা পরিহার করে বাস্তব জীবনেরই কথা বলে। গ্রামবাংলার মানুষের খুব কাছে থেকে তাদের সাথে মিশলেই কেবল এমনটি হওয়া সম্ভব। এতে করে তাঁর সাহিত্যকর্ম ব্যর্থ হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, কৃত্রিমতা নয়, বরং জনমানুষের বাস্তব জীবনকে সাহিত্যরূপ দিলেই সেই সাহিত্য জীবন্ত হয়ে ওঠে। কৃত্রিম চাকচিক্যের চেয়ে বাস্তব নির্মমতা প্রকাশ করাই সাহিত্যের মূল বিষয় হওয়া উচিত। যদি তেমনটি না হয়, তাহলেই সাহিত্য তার মূল্য হারায়। কবিতার উল্লিখিত পঙ্ক্তিটিও এই কথার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে। কবি তাঁর নিজের জীবনের সাহিত্যকর্ম বিষয়েও এই কথাটিই বলেছেন। ব্রাত্য তথা প্রান্তিক মানুষকে শিল্প-সাহিত্যের অজ্ঞানে যোগ্য স্থান দিলেই তবে সাহিত্য ও শিল্প সাধনা পূর্ণতা পায়।

প্রশ্ন ১৮ আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের মুটে মজুরের

আমি কবি যত ইতরের।

আমি কবি ভাই কর্মের আর ধর্মের

বিলাস বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,

সময় যে হয় নাই।

[স্যার আবুতোষ সরকারি কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নম্বর-৫।]

- ক. 'ঐক্যতান' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? ১
- খ. 'এসো কবি অখ্যাত জনের' এখানে কোন কবিকে কেন আহ্বান জানানো হয়েছে? ২
- গ. উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'ঐক্যতান' কবিতার কবির অবস্থানগত পার্থক্য নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. 'ঐক্যতান' কবিতায় কবির প্রত্যাশা উদ্দীপকের বক্তব্যে পূর্ণতা পেয়েছে, উক্তিটির স্বপক্ষে তোমার মত দাও। ৪

১৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ঐক্যতান' কবিতাটি সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১৫(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ 'ঐক্যতান' কবিতার কবি 'অখ্যাতজনের' কথা কবিতায় বলতে পারেননি, উদ্দীপকের কবি পেরেছেন। এ দিক হতে উভয় কবির ভাবনার মধ্যে সুস্পষ্ট অবস্থানগত পার্থক্য বিদ্যমান।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে অসামান্য সব সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করেছেন। 'ঐক্যতান' কবিতায় কবি তাঁর দীর্ঘ জীবন-পরিক্রমণের শেষপ্রান্তের একটি উপলব্ধিকে তুলে ধরেছেন। তিনি অনুভব করেছেন, বিপুল বিশ্বের বিশাল আয়োজনে তাঁর মন জুড়ে ছিলো ছোট একটি কোণ। এই পৃথিবীর সর্বত্র তিনি প্রবেশদ্বার খুঁজে পাননি। চাষি ক্ষেতে কাজ করে, তাঁতি তাঁত বোনে, জেলে মাছ ধরে- এই সব শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের ওপর ভর করেই সমাজ-সভ্যতা এগিয়ে চলে। এরা সমাজের মেবুদণ্ড স্বরূপ। কবি এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অখ্যাতজন বলে সম্বোধন করেছেন। এদের কথা তিনি তাঁর কাব্যে-সাহিত্যে তুলে ধরতে পারেননি। এ কারণে তিনি এক অখ্যাতজনের কবির আগমন কামনা করেছেন।

কবিতার কবির বক্তব্যের সঙ্গে উদ্দীপকের কবির বক্তব্যে সুস্পষ্ট অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে। কবিতার কবি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা সাহিত্যে তুলে ধরতে পারেন নি। তিনি অকপটে এই সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। বৈপরীত্যে, উদ্দীপকের কবি নিজেকে শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কবি বলে দাবি করেছেন। আলোচ্য কবিতার কবি যেখানে নিম্নবিত্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাইরে রেখে সাহিত্য চর্চা করেছেন, সেখানে উদ্দীপকের কবি মূলত এই জনগোষ্ঠীকেই তাঁর সাহিত্যে মূল উপজীব্য করেছেন। তিনি নিজেকে কামার, কাঁসারি ও ছুতোরের মুটে-মজুরের কবি বলে দাবি করেছেন। 'ঐকতান' কবিতার কবি তা নন। তিনি প্রান্তিক মানুষের কথা না-বলতে পারার সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করেও নিয়েছেন। তাই অখ্যাতজনের কথা সাহিত্যে তুলে ধরা, না-ধরার দিক থেকে উদ্দীপকের বক্তব্যের সাথে 'ঐকতান' কবিতার কবির ভাবনার অবস্থানগত পার্থক্য রয়েছে।

১৫ উদ্দীপকের কবি শ্রমজীবী নিম্নশ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী কবি। এ কারণে 'ঐকতান' কবিতার কবির প্রত্যাশা উদ্দীপকের বক্তব্যে পূর্ণতা পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে সাহিত্যের বিচিত্র শাখায় বিচরণ করে এক সমৃদ্ধ ও বৃহৎ সাহিত্য ভান্ডার গড়ে তোলেন। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষেপে দাঁড়িয়ে তিনি অনুভব করেছেন, তাঁর লেখনী সামাজ্যের সবদিককে স্পর্শ করতে পারেনি। চাষি, তাঁতি, জেলে- এই সব শ্রমজীবী, হতদরিদ্র ও অপাঙ্ক্তেয় মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে সামাজ্যের উচ্চ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে যে জীবন ও জগৎকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা ছিলো খণ্ডিত তথা অপূর্ণ। এ কারণে নিজ সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন কবি এমন এক মহৎ কবির আবির্ভাব কামনা করেছেন, যিনি প্রান্তিক মানুষের কথা সাহিত্যে আজিকে তুলে ধরবেন।

উদ্দীপকের কবি নিজেকে সামাজ্যের একটি অর্ধহেলিত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী কবি হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি নিজেকে শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের কবি বলে দাবি করেছেন। তিনি তাঁর কাব্য বিষয় হিসেবে কামার ও মুটে-মজুরের জীবনোপাখ্যানকে নির্বাচন করেছেন। তিনি কাব্যে এদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনাকে তুলে ধরতে প্রয়াসী। কবিতায় তিনি এদের মর্মবেদনা ও অব্যক্ত মনোভাবকে বাজ্য করে তুলেছেন।

'ঐকতান' কবিতার কবি যে 'অখ্যাতজনের কবি'র আগমন প্রত্যাশা করেছেন, উদ্দীপকের কবি যেন সেই কবি। কবিতায় কবি এমন একজন কবির আগমন প্রত্যাশা করেছেন, যিনি চাষী-তাঁতি-জেলে প্রমুখ নিম্নবর্ণের প্রান্তিক মানুষের অব্যক্ত কথা কবিতায় তুলে ধরবেন। উদ্দীপকের কবি নিজেকে কামার, মুটে-মজুরের কবি বলে দাবি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজের কাব্য-বিষয়ের মধ্যে যে সীমাবদ্ধতা দেখেছেন, তা যেন উদ্দীপকের কবি পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই উদ্দীপকের কবি নিজেই যেন 'ঐকতান' কবিতার কবির প্রত্যাশিত অখ্যাতজনের কবি। এ কারণে 'ঐকতান' কবিতার কবির প্রত্যাশা উদ্দীপকের বক্তব্যে পূর্ণতা পেয়েছে বলা যায়।

প্রশ্ন ১৯ ছাদশ শ্রেণির ছাত্রী রাসনার পড়ার টেবিলের সামনেই ঝোলানো আছে বিশ্বমানচিত্র। পড়ার মাঝে সে মানচিত্রটিতে চোখ বুলায় আর বিস্মিত হয়ে ভাবে, কী বিশাল আর বিচিত্র এ পৃথিবী।

[বি এ এক শাহীন কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নম্বর-৭/]

- ক. 'ঐকতান' কোন গ্রন্থের কবিতা? ১
- খ. "এই স্বরসাধনায় পৌছিল না বহুতর ডাক"— কবির এ আক্ষেপ কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের রাসনার সঙ্গে 'ঐকতান' কবিতার কবি ভাবনার বোধের সাদৃশ্য বিচার করো। ৩
- ঘ. "কী বিশাল আর বিচিত্র এ পৃথিবী"— উদ্দীপকের এ লাইনটি 'ঐকতান' কবিতায় আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক 'ঐকতান' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থের কবিতা।

খ 'এই স্বর-সাধনায় পৌছিল না বহুতর ডাক'— কবির এ আক্ষেপ তাঁর নিজের সুর সাধনার ব্যর্থতা।

'ঐকতান' কবিতায় কবি ব্যক্তিগত জীবনের চাওয়া-পাওয়া, সফলতা-ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয় উপস্থাপন করেছেন। সেখানে প্রকৃতির বিচিত্র সুর মিলিত হয়ে কবির অনুভূতিতে জেগে উঠেছে। কবি কবিতাটিতে নিজের অপূর্ণতা অনুভব করেন। সমাজের হতদরিদ্র, অপাঙ্ক্তেয় মানুষের কথা নিজের সৃষ্টিতে যথার্থরূপে তুলে ধরতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বলে মনে করেন। প্রয়োগিত উক্তিটি দ্বারা কবির এ আক্ষেপই প্রকাশ পেয়েছে।

গ উদ্দীপকের রাসনার সাথে 'ঐকতান' কবিতার কবির ভাবনায় জ্ঞানের যে দীনতা তার সাদৃশ্য রয়েছে।

'ঐকতান' কবিতায় কবি বিশাল বিশ্বের বিচিত্র আয়োজনের তুলনায় মানুষের জ্ঞানার সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণ করে জ্ঞানের দীনতা অনুভব করেছেন। বিশ্বের এই বিপুল আয়োজন সম্পর্কে একজন ব্যক্তির পক্ষে খুব সামান্যই জানা সম্ভব। এ উপলব্ধি থেকেই কবি তাঁর জ্ঞানের দীনতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন।

উদ্দীপকের বিষয়বস্তুতেও মানুষের জ্ঞানের দীনতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে। এখানে বলা হয়েছে ছাদশ শ্রেণির ছাত্রী রাসনার পড়ার টেবিলের সামনেই বিশ্বমানচিত্র ঝোলানো আছে। রাসনা মানচিত্রটির দিকে চোখ বুলিয়ে নিজের জ্ঞানের দীনতা উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রাসনার সাথে 'ঐকতান' কবিতার কবির ভাবনায় জ্ঞানের যে দীনতা, তার সাদৃশ্য রয়েছে।

ঘ 'কী বিশাল আর বিচিত্র এ পৃথিবী'— উদ্দীপকের এ লাইনটি 'ঐকতান' কবিতায় প্রকাশিত একজন মানুষের জ্ঞানার সীমাবদ্ধতার দিকটি প্রকাশ করে।

'ঐকতান' কবিতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিশাল সৃষ্টি স্রষ্টার ও অর্জনের পরও জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের অপূর্ণতার দিকটি অনুভব করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের অনেক কিছুই তাঁর কাছে অজানা, অদেখা রয়ে গেছে।

উদ্দীপকের ছাদশ শ্রেণির ছাত্রী রাসনা তার পড়ার টেবিলের সামনেই বিশ্বমানচিত্র বুলিয়ে রেখেছে। পড়ার মাঝে সে মানচিত্রটির দিকে চোখ বুলাতেই নিজের জ্ঞানের দীনতা উপলব্ধি করতে পারে। সে বুঝতে পারে এই পৃথিবীর অনেক কিছুই তার জ্ঞানার বাইরে রয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, উদ্দীপকের রাসনা ও 'ঐকতান' কবিতার কবি উভয়ের রয়েছে জ্ঞানের প্রতি প্রবল আগ্রহ। উদ্দীপকের রাসনা বিশ্ব মানচিত্রে চোখ বুলিয়ে পৃথিবীর বিশালতা ও নিজের জ্ঞানার সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করে। অন্যদিকে কবিতায় কবিও জীবন সায়াহ্নে নিজের জ্ঞানার অপূর্ণতা অনুভব করেন। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের চরণটিতে 'ঐকতান' কবিতায় প্রকাশিত একজন মানুষের জ্ঞানার সীমাবদ্ধতার দিকটি প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ২০ শহুরে জীবনের বাস্তবতায় রফিক সাহেবের মানসিক গঠন ছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। নগর জীবনের এত নিখুঁত চিত্র অন্য 'কোনো লেখক তাদের লেখায় অঙ্কন করতে পারেননি। এ কারণে নিজ দেশের গণ্ডি পেরিয়ে তাঁর সাহিত্য এখন বিশ্বনন্দিত। কিন্তু মানবজীবনের একটি বড়ো অভিজ্ঞতা তার লেখায় স্থান পায়নি। কৃষক-শ্রমিক-মজুরের জীবন তথা গ্রামের জীবনযাপন তাঁর সাহিত্যে স্থান না পাওয়ায় রফিক সাহেবের আত্মযন্ত্রণা কম নয়।

[সরকারি কেসি কলেজ, ঝিনাইদহ। প্রশ্ন নম্বর-৭/]

- ক. 'ঐকতান' কবিতাটি 'জন্মদিনে' কাব্যের কত নম্বর কবিতা? ১
- খ. 'এই স্বরসাধনায় পৌছিল না বহুতর ডাক' রয়েছে ফাঁক'— ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপক এবং 'ঐকতান' কবিতার তুলনামূলক ব্যাখ্যা দাও। ৩
- ঘ. 'মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাজ্ঞাণের ধারে, ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে' উদ্দীপকের প্রেক্ষাপটে চরণটির তাৎপর্য বিচার করো। ৪

ক 'ঐকতান' কবিতাটি 'জন্মদিনে' কাব্যের ১০ সংখ্যক কবিতা।

খ সৃজনশীল প্রশ্নের ১৯(খ) নম্বর উত্তর দ্রষ্টব্য।

গ নিজের সাহিত্যজীবনকে ঘিরে যে অপূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার অনুভূতি তা উদ্দীপকে বর্ণিত কবি ও 'ঐকতান' কবিতার কবি উভয়ের মাঝেই প্রকাশিত হয়েছে।

আলোচ্য কবিতাটি কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপূর্ণতার অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি। এ কবিতায় তিনি তার সাহিত্য জীবনকে ঘিরে যে সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতা অনুভব করেছেন তা অকপট চিত্রে বর্ণনা করেছেন।

উদ্দীপকের রক্ষিক সাহেব একজন লেখক। লেখনীতে নগর জীবনের নিখুঁত চিত্র এঁকে তিনি দেশের সাথে সাথে বিদেশেও জননন্দিত হয়েছেন। তবে একটি ব্যাপার তাকে সর্বদাই আত্মযন্ত্রণায় ভোগায়। আর তা হলো তাঁর লেখায় কৃষক-শ্রমিক-মজুরের জীবন তথা গ্রামীণ জীবনযাপনের চিত্র স্থান পায়নি। এই একইরকম অনুভূতি ফুটে উঠেছে 'ঐকতান' কবিতার কবির মাঝেও। বিচিত্র বিষয়কে ঘিরে কবির লেখা থাকলেও শ্রমজীবী ও অন্ত্যজ শ্রেণির গল্প তাঁর লেখায় উঠে আসেনি বলে আত্মযন্ত্রণায় ভুগেছেন তিনিও। উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতা উভয়ক্ষেত্রে মূলত সাহিত্য জীবনকে ঘিরে দুইজন লেখকের মনস্তত্ত্ব ফুটে উঠেছে।

ঘ 'ঐকতান' কবিতার আলোচ্য চরণটিতে নানা সীমাবদ্ধতার কারণে কবির ব্রাত্য মানুষদের সাথে যোগসূত্র রচনা করতে না পারার দিকটি ব্যক্ত হয়েছে।

আলোচ্য কবিতার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিতায় আত্মসমালোচনা করেছেন। দীর্ঘ সাহিত্য জীবনের সীমাবদ্ধতা ও অপূর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। আর এ অপূর্ণতার বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের সাথে তাঁর সাহিত্যের সংযোগ না ঘটানোর বিষয়টি।

উদ্দীপকের রক্ষিক সাহেব একজন জননন্দিত লেখক। নগরজীবনের নিখুঁত চিত্র ফুটে উঠে তার রচনায়। কিন্তু সমাজের শ্রমজীবী মানুষের জীবনধারা তাঁর সাহিত্যে স্থান না পাওয়ায় আত্মযন্ত্রণা ভোগ করেন তিনি। এদিকে এই একই মনোভাব আলোচ্য কবিতার কবির ক্ষেত্রেও ফুটে উঠেছে। তিনিও আত্মযন্ত্রণা ভোগ করেছেন।

'ঐকতান' কবিতার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমাজের বিত্তবান ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। এই সামাজিক মর্যাদার ফলে কবি সমাজের ব্রাত্য মানুষদের সাথে খুব একটা সংযোগ ঘটাতে পারেননি। ব্রাত্য মানুষের পাড়ায় ক্ষণিকের জন্য উঁকি দিলেও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে শেষ পর্যন্ত আর ভেতরে ঢুকতে পারেননি। ফলে সেখানকার সংকীর্ণ জানালা দিয়ে বৃহত্তর সমাজ ও জীবনকে তিনি দেখতে পারেননি। এই ব্রাত্য তথা প্রান্তিক মানুষকে তিনি নিজের রচিত সাহিত্যে যোগ্য স্থান দিতে পারেননি বলে নিজের সাহিত্য সাধনাকে অপূর্ণ মনে করেছেন। উদ্দীপকের রক্ষিক সাহেবও সামাজিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রান্তিক শ্রেণির মানুষদের সাথে সংযোগ ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এ ব্যর্থতা রক্ষিক সাহেবকেও অপূর্ণতার অনুভূতিতে জর্জরিত করেছে। ব্রাত্য শ্রেণির সাথে বিচ্ছিন্ন থাকার স্বরূপ এভাবেই উদ্দীপক ও 'ঐকতান' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ২১ কবি আল মাহমুদের 'খড়ের গম্বুজ' কবিতায় শহরফেরত যুবককে পরম মমতায় খড়ের আঁটি বিছিয়ে দেয় বসার জন্য। কিন্তু সে বসে না তাতে। সে অবহেলা, অবজ্ঞা করে নিম্নবিত্তের এই পরম আত্মীয়দের অথচ তার শিকড় গ্রামেই প্রোথিত আছে।

[দক্ষিণের সরকারি মহিলা কলেজ। প্রায় নম্বর-৭]

ক. কবি কী কুড়িয়ে আনেন? ১

খ. 'জ্ঞানের দীনতা' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ২

গ. উদ্দীপকের সাথে 'ঐকতান' কবিতার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনার রূপায়ণ ঘটেছে কি? যৌক্তিক বিশ্লেষণ করো। ৪

২১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক. কবি চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী কুড়িয়ে আনেন।

খ. 'জ্ঞানের দীনতা' বলতে কবি মানুষের জানার সীমাবদ্ধতাকে বুঝিয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছেন পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে রয়েছে নানা বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের পাশাপাশি সময়ের প্রভাবে তৈরি হয়েছে মানুষের কত না কীর্তি। বিশাল বিশ্বের আয়োজন সম্পর্কে মানুষ তার সীমিতই জানতে পারে। এ কথাটি বোঝাতেই কবি আলোচ্য উক্তিটি করেন।

গ. বৃহত্তর জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতার সূত্রে উদ্দীপকের সাথে 'ঐকতান' কবিতার সাদৃশ্য রয়েছে।

'ঐকতান' কবিতায় কবি মনে করেন তিনি অখ্যাত হতদরিদ্র মানুষের অপাড়ন্তের কথা বলতে পারেননি। তিনি এইসব মানুষ থেকে অনেক দূরে সমাজের উচ্চ আসন গ্রহণ করেছিলেন। কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও চারপাশের পরিবেশ কবিকে বাধ্য করেছিল জনবিচ্ছিন্ন থাকতে।

উদ্দীপকে কবি আল মাহমুদের 'খড়ের গম্বুজ' কবিতার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। উক্ত কবিতার যুবক চরিত্র বহুদিন পর গ্রামে এলে তার নিম্নবিত্ত আত্মীয়দের দ্বারা অভ্যর্থিত হন। তারা যত্ন করে তাকে খড়ের আঁটি বিছিয়ে দিলে সে অবজ্ঞা করে। মূলত দীর্ঘদিন গ্রামে না থাকার কারণে শহরবাসী হওয়ার সুবাদে সে গ্রামবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সভ্যতার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে শহরবাসী হওয়ার কারণে গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সে মানসিকভাবে। তাই আত্মীয়দের যত্নঅতি তাকে এমন মনোভাবের উদ্বেক ঘটায়। জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার দিকটাই প্রতিফলিত হয়েছে উদ্দীপক ও আলোচ্য কবিতায়।

ঘ. উদ্দীপকে ফুটে ওঠা বিষয়টি 'ঐকতান' কবিতার একটি দিককে প্রকাশ করে, সমগ্র ভাবকে নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমগ্র জীবনের সাহিত্য সাধনার সাফল্য ও ব্যর্থতার হিসাব খুঁজেছেন 'ঐকতান' কবিতায়। নিজের আভিজাত্যময় জীবনের কারণে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেননি। ফলে তাঁর সাহিত্য সাধনায় পরিপূর্ণতা আসেনি। এ কারণে তিনি এমন কবির প্রত্যাশা করেছেন, যিনি এই সাধারণ মানুষের কথা বাস্তবসম্মতভাবে সাহিত্যে তুলে ধরবে।

উদ্দীপকে সাধারণ মানুষের প্রতি অবজ্ঞাসূচক মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। আল মাহমুদের 'খড়ের গম্বুজ' কবিতায় শহরফেরত যুবক তার গ্রামের বাড়িতে গেলে সেখানে পরম মমতায় অভ্যর্থিত হয়। আত্মীয়রা খড়ের আঁটি বিছিয়ে দেয় বসার জন্য কিন্তু যুবক তা অবজ্ঞা করে। যদিও তার শিকড় গ্রামেই প্রোথিত, তথা নগর মানসিকতা তার মাঝে এমন মনোভাবের উদ্বেক করেছে।

উদ্দীপকের উল্লিখিত দিকটি আলোচ্য কবিতার একটি দিক। উদ্দীপকে যে ভাব প্রতিফলিত হয়েছে তা কবির মনোভাব নয়। কেননা তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অনুভব করেছেন তার কবিতা বিচিত্র পথে অগ্রসর হলেও জীবনের সকল স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। ফলে জীবন সায়াহ্নে কবি অনাগত ভবিষ্যতের সেই মৃত্তিকাসংলগ্ন মহৎ কবিরই প্রত্যাশা করেছেন, যিনি শ্রমজীবী মানুষের অংশীদার হয়ে সত্য ও কর্মের মধ্যে সৃষ্টি করবেন আত্মীয়তার বন্ধন। শিকড়কে অবলম্বন করেই জীবনকে গড়ে তুলবেন। ক্ষুদ্র জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর মানবজীবনের ধারায় ঐকতান সৃষ্টি না করতে পারলে শিল্পীর গানের পসরা তথা সৃষ্টিকর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যায়। কবির এ আত্মোপলব্ধির সার্থক রূপায়ণ উদ্দীপকে ঘটেনি।

বাংলা প্রথম পত্র

ঐকতান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকাশিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ

কোনটি? (জ্ঞান) [অগ্রহাবাদ মহিলা কলেজ, চট্টগ্রাম]

- (ক) সোনার তরী (খ) বনফুল
(গ) বলাকা (ঘ) মানসী

২২৬. কবির স্বরসাধনায় কী পৌছেনি? (জ্ঞান) [ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর]

- (ক) কাব্যবোধ (খ) বহুতর ডাক
(গ) প্রকৃতির সুর (ঘ) পরিবেশ পরিস্থিতি

২২৭. 'ঐকতান' কবিতায় কবি নিজেকে কীসের কবি মনে করেন? (জ্ঞান)

- (ক) প্রকৃতির কবি (খ) সৌন্দর্যের কবি
(গ) পৃথিবীর কবি (ঘ) দেশমাতৃকার কবি

২২৮. কবি 'ঐকতান' কবিতায় কোন শ্রেণির কবিকে

আহ্বান করেছেন? (জ্ঞান) [নওয়াপাড়া মডেল কলেজ, যশোর; সরকারি বেগম রোকেয়া কলেজ, রংপুর; নওগাঁ সরকারি কলেজ]

- (ক) অখ্যাতজনের (খ) অজ্ঞাতজনের
(গ) উচ্চ শ্রেণির (ঘ) নিচু শ্রেণির

২২৯. 'অক্ষয় উৎসাহ' বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)

[সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, মাগুরা]

- (ক) অক্ষরন্ত আগ্রহ (খ) অনন্ত শ্রমসা
(গ) অলীক উদ্ভাদনা (ঘ) চেতনার আন্দোলন

২৩০. অজানাকে জানতে সুমন বিভিন্ন জাদুঘর পরিদর্শন করে। সুমনের এই জাদুঘর পরিদর্শনের সাথে 'ঐকতান' কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ?

(প্রয়োগ)

- (ক) ও পাড়ার প্রাজ্ঞাণে যাওয়া
(খ) ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়া
(গ) ডিফালক্স ধন সংগ্রহ
(ঘ) প্রাত্তিকজনের কবির প্রত্যাশ্যা

২৩১. 'যে আছে মাটির কাছাকাছি

সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি'-
রবীন্দ্রনাথের এই আকাঙ্ক্ষা কোন কবি পূরণ করতে
পেরেছেন? (প্রয়োগ)

- (ক) জীবনানন্দ দাশ (খ) অমিয় চক্রবর্তী
(গ) সুফিয়া কামাল (ঘ) জসীমউদ্দীন

২৩২. 'ঐকতান' কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত? (জ্ঞান)

[সরকারি কে সি কলেজ, ঝিনাইদহ]

- (ক) স্বরবৃত্ত (খ) মাত্রাবৃত্ত
(গ) অক্ষরবৃত্ত (ঘ) অমিত্রাক্ষর

২৩৩. 'ঐকতান' কবিতাটি কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত?

(জ্ঞান) [চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক কলেজ; উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা]

- (ক) মানসী (খ) বলাকা
(গ) শ্যামলী (ঘ) জন্মদিনে

২৩৪. বিশাল বিশ্বজগৎ গঠিত হয়েছে — (অনুধাবন)

- i. জীব-বৈচিত্র্যের বিশাল সম্ভার নিয়ে
ii. নদী গিরি সিন্ধু মরুভূমি নিয়ে
iii. মানুষের নানা কীর্তির সম্ভারে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii